POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 34-35

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 23-30 আগস্ট, 2018 11-18 যুল হাজ্জা 1439 A.H

আল্লাহর বাণী

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা দানে খোঁটা দিয়া এবং কষ্ট দিয়া নিজেদের দান সমূহকে ব্যর্থ করিও না।' (আল-বাকারা: ২৬৫)

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

একমাত্র খোদাতালাই সকল প্রশংসার অধিকারী, অর্থাৎ তাঁহার আধিপত্যে কোন ত্রুটি নাই। তাঁহার গুণাবলী পূর্ণত্ব লাভের জন্য কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতীক্ষায় থাকে না এবং তাঁহার আধিপত্যের সরঞ্জামের মধ্যে কোন বস্তুই নিষ্ক্রিয় নহে। তিনি সমস্ত বিশ্ব জগতের প্রতিপালন করিতেছেন, কর্মের প্রতিদান ব্যতিরেকেও কৃপা বর্ষন করিতেছেন এবং কর্মের বিনিময়েও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি নির্ধারিত সময়ে প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদান করিতেছেন। আমরা তাঁহারই উপাসনা করি এবং তাঁহারই সাহায্য ভিক্ষা করি এবং প্রার্থনা করি যে, আমাদিগকে যাবতীয় পুরস্কার লাভের পথ প্রদর্শন কর এবং ক্রোধ ও ভ্রান্তির পথ হইতে দূরে রাখ।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

অবশ্য নিজ প্রাণ রক্ষার্থে বাগানে সারা রাত্র মসীহের প্রার্থনা করা এবং তাঁহার প্রার্থনা গৃহীত হওয়া (ইব্রীয়-৫, অধ্যায় ৭নং শ্লোক) সত্ত্বেও খোদাতালার পক্ষে তাঁহাকে মুক্ত করিতে সক্ষম না হওয়া খৃষ্টীয় মতে সেই যুগে জগতে খোদাতালার রাজত্ব না থাকার প্রমাণ হইতে পারে; কিন্তু যেহেতু আমরা তদপেক্ষাও ভীষণতর বিপদে পতিত হইয়াছি এবং তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি, আমরা কেমন করিয়া খোদাতালার আধিপত্যকে অস্বীকার করিতে পারি? মার্টিন ক্লার্ক আমাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কাপ্তান ডগলাসের আদালতে আমার বিরুদ্ধে যে খুনের মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছিল, তাহা কি ইহুদীগণের সেই মোকদ্দমা হইতে কোন অংশে কম ছিল, যাহা কোন খুনের অজুহাতে নহে বরং শুধু ধর্ম বৈষম্যের কারণে ইহুদীরা হযরত মসীহের বিরুদ্ধে পিলাতের কোর্টে দায়ের করিয়াছিল? কিন্তু যেহেতু খোদাতালা স্বর্গের ন্যায় মর্তেরও অধিপতি তাই তিনি আমাকে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, এই সঙ্কট উপস্থিত হইবে এবং আরও জানাইয়াছিলেন যে, 'আমি তোমাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিব'। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ঘটনার বহু পূর্বেই শতশত লোককে শুনানো হয় এবং পরিণামে খোদাতালা আমাকে উদ্ধার করেন। সুতরাং খোদাতালার আধিপত্যই আমাকে এই মোকদ্দমা হইতে রক্ষা করে যাহা হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানগণের সমবেত চেষ্টায় আমার বিরুদ্ধে আনয়ন করা হইয়াছিল। এইরূপ একবার নয়, বহুবার আমি জগতে খোদাতালার আধিপত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কুরআন শরীফের এই আয়াতের উপর আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইয়াছে যে ঃ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

(সূরা হাদীদ ঃ ৩ আয়াত)

অর্থাৎ 'আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁহার আধিপত্য বিদ্যমান আছে' আবার এই আয়াতের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি যে, اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ *(সূরা ইয়াসীন- ৮৩ আয়াত)*

অর্থাৎ 'নিখিল আকাশ ও পৃথিবী তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেছে। যখনই তিনি কোন কার্য করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বলেন 'হও' এবং তাহা তৎক্ষণাৎ হইয়া যায়।' আল্লাহতালা আরও বলেন ঃ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহতালা স্বীয় ইচ্ছা সাধন করিতে সক্ষম কিন্তু অধিকাংশ লোক তাঁহার শক্তি ও পরাক্রম সম্বন্ধে অবগত নহে।' *(সূরা ইউসুফঃ ২২ আয়াত)*

বস্তুতঃ ইঞ্জিলে বর্ণিত প্রার্থনা মানুষকে খোদাতালার করুণা হইতে নিরাশ করিয়া দেয় এবং খৃষ্টানদিগকে তাঁহার প্রতিপালন, অনুগ্রহ, প্রতিদান ও প্রতিফল হইতে বেপরোয়া করিয়া দেয় এবং জগতে তাঁহার রাজত্ব কায়েম না হওয়া পর্যন্ত জগদ্বাসীকে সাহায্য করিতে তাঁহাকে অক্ষম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে এই প্রার্থনা মোকাবেলা খোদাতালা কুরআন শরীফে মুসলমানদিগকে যে প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন তাহার মর্ম এই যে, খোদাতালা জগতে রাজ্যচ্যুত ব্যক্তিদের মত নিষ্ক্রিয় নহেন বরং তাঁহার প্রতিপালন, অনুকম্পা, অনুগ্রহ এবং কর্মফল প্রদান ক্রিয়ার ধারা জগতে প্রবহমান আছে এবং তিনি আপন ভক্তদাসগণকে সাহায্য করিতে ক্ষমতাবান ও পাপীদিগকে আপন অভিশাপে ধ্বংস করিতে সক্ষম। সে প্রার্থনাটি এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

(সূরা ফাতেহা ঃ ২-৭ আয়াত)।

অনুবাদ- "একমাত্র খোদাতালাই সকল প্রশংসার অধিকারী, অর্থাৎ তাঁহার আধিপত্যে কোন ত্রুটি নাই। তাঁহার গুণাবলী পূর্ণত্ব লাভের জন্য কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতীক্ষায় থাকে না এবং তাঁহার আধিপত্যের সরঞ্জামের মধ্যে কোন বস্তুই নিষ্ক্রিয় নহে। তিনি সমস্ত বিশ্ব জগতের প্রতিপালন করিতেছেন, কর্মের প্রতিদান ব্যতিরেকেও কৃপা বর্ষন করিতেছেন এবং কর্মের বিনিময়েও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি নির্ধারিত সময়ে প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদান করিতেছেন। আমরা তাঁহারই উপাসনা করি এবং তাঁহারই সাহায্য ভিক্ষা করি এবং প্রার্থনা করি যে, আমাদিগকে যাবতীয় পুরস্কার লাভের পথ প্রদর্শন কর এবং ক্রোধ ও ভ্রান্তির পথ হইতে দূরে রাখ।

সূরা ফাতেহার এই দোয়া ইঞ্জিলের দোয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত, কেননা খোদাতালার আধিপত্য বর্তমানে পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকার বিষয় ইঞ্জিলে অস্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং ইঞ্জিলের শিক্ষানুসারে পৃথিবীতে খোদাতালার 'রবুবীয়্যত' (প্রতিপালকত্ব), তাঁহার 'রহমানীয়্যত' (অনুকম্পা), 'রহীমিয়্যত'(অনুগ্রহ), ক্ষমতা এবং প্রতিদান ও প্রতিফল কোন কিছুই ক্রীয়াশীল নহে, কারণ এখনো পৃথিবীতে তাঁহার আধিপত্য খোদাতালার আধিপত্য বিদ্যমান আছে, এই জন্যই সূরা 'ফাতেহা'তে আধিপত্যের যাবতীয় উপকরণাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সকলেরই ইহা জানা আছে যে, আধিপাত্যের মধ্যে এইরূপ গুণাবলী থাকা চাই যে ঃ (ক) তিনি প্রজাগণকে প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা

এর পর দুইয়ের পাতায়......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জামাতের সদস্যবৃন্দ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন।

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মুমেনীন (আই.) যুক্তরাজ্যের বাৎসরিক জলসায় ৩রা আগস্ট, ২০১৮ তারিখে উদ্বোধনী ভাষণে জামাতের সদস্যবর্গকে অধিকহারে দরূদ শরীফ এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করার প্রতি আহ্বান করেন।

(1) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

অর্থ - হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে কল্যাণ বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও বংশধরগণের ওপরে কল্যাণ বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান।

(2) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থ: 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হইতে দিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৯)

(3) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কর, এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা দান কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।'

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৪১)

(4) رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমাদের প্রাণের উপর আমরা অত্যাচার করিয়াছি এবং তুমি যদি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।'

(সূরা আরাফ, আয়াত: ২৪)

(5) رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহকালেও কল্যাণ এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর, এবং আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর।'

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২০২)

(6) اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

'হে আল্লাহ্! তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি (অর্থাৎ তোমার ভীতি ও প্রতাপে যেন তাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়) এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

(আবু দাউদ, কিতাবু ফাযায়েলুল কুরআন)

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ: ' হে আমার প্রভু! সব কিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তার বিধান কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার উপর কৃপা কর। '

[ইলহাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

****

প্রথম পাতার পর.....

রাখেন এবং সূরা 'ফাতেহায়' 'রব্বুল আলামীন' শব্দ দ্বারা এই গুণ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, (খ) এতদ্ব্যতীত অধিপতির এই দ্বিতীয় গুণ থাকা আবশ্যক যে, প্রজাদের সমৃদ্ধির জন্য যে সকল উপকরাণাদির প্রয়োজন, তৎসমুদয় তিনি তাহাদের কাজের প্রতিদান স্বরূপ নহে, বরং নিজ রাজ্যোচিত অনুগ্রহে সরবরাহ করিয়া থাকেন; 'আর রহমান্' শব্দ দ্বারা এই গুণ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। (গ) অধিপতির মধ্যে তৃতীয় এইগুণ থাকা চাই যে, যে সকল কার্য প্রজা আপন চেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম না হয়ম তৎসমুদয় সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে প্রয়োজনানুসারে সাহায্য প্রদান করেন; 'আর রহীম' শব্দ দ্বারা এর গুণ প্রতিপন্ন করা হয়িাছে। (ঘ) অধিপতির মধ্যে চতুর্থ এই গুণ থাকা আবশ্যক যে, তিনি প্রতিদান ও প্রতিফলন বিধানের ক্ষমতার অধিকারী হইবেন যেন নাগরিক শাসন পরিচালনা কার্যে কোন বিঘ্ন না ঘটে। এবং 'মালেকে ইয়াওমিদ্দীন' শব্দ দ্বারা এই গুণ ব্যক্ত করা হইয়াছে। সার কথা এই যে, উপরে উল্লেখিত সূরায় আধিপত্যের যাবতীয় উপকরণাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যদ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীতে খোদাতালার আধিপত্য বিদ্যমান আছে। তদনুসারে তাঁহার 'রবুবীয়্যত' বিদ্যমান আছে 'রহমানীয়্যত'ও বিদ্যমান আছে, 'রহীমিয়্যত'ও বিদ্যমান আছে এবং সাহায্য ও শাস্তি বিধানরে ধারাও বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ শাসন কায়েমের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, পৃথিবীতে খোদাতালার সে সব কিছুই বিদ্যমান আছে। একটি অণু-পরমাণুও তাঁহার কর্তৃত্বের বাহিরে নহে। প্রত্যেক পুরস্কার তাঁহারই হাতে এবং প্রত্যেক অনুকম্পাও তাঁহারই অধিকারে। কিন্তু এই দোয়া শিক্ষা দেয় যে, 'এখনও তোমাদের মধ্যে খোদাতালার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং তোমরা এইজন্য খোদাতালার নিকট দোয়া করিতে থাক যেন তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়'। অর্থাৎ এখনও তাহাদের (খৃষ্টানদের) খোদা পৃথিবীর মালিক ও অধিপতি হয় নাই। সুতরাং এরূপ খোদা হইতে কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? শুন এবং উপলব্ধি কর যে, প্রকৃত 'মা'রেফাত' (ঐশীজ্ঞান) ইহাই যে, পৃথিবীর প্রতিটি অণুপরমাণু ঠিক তেমনই খোদাতালার ক্ষমতাধীন, যেমন আকাশের প্রতিটি অণুপরমাণু তাঁহার আধিপত্যের অধীন এবং আকাশের ন্যায় পৃথিবীতেও তাঁহার মহান জ্যোতিঃ বিকশিত হইতেছে। পক্ষান্তরে আকাশের 'তাজাল্লী' (জ্যোতির্বিকাশ) ঈমান বা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়। সাধারণ মানুষ না আকাশে গিয়াছে, না তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীতে খোদাতালার আধিপত্যের যে বিধান বিদ্যমান আছে, তাহা তো প্রত্যেক ব্যক্তি স্বচক্ষে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছে।*

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ২৮-৩১)

বদর পত্রিকা সংরক্ষণ করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের স্মারক 'বদর পত্রিকা' ১৯৫২ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এতে কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত ও লেখনী ছাড়াও সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা ও ভাষণ, বার্তা, প্রশ্নোত্তর আকারে খুতবা জুমা, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর অধ্যায়ন করা, অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বদর পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বলিত এই পবিত্র পত্রিকা সম্মানের দাবি রাখে। অতএব এটিকে বাতিল কাগজ হিসেবে বিক্রি করা এর সম্মানকে পদদলিত করার নামান্তর। এটিকে যত্ন করে রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে অতি সাবধানে নষ্ট করে দিন যাতে এই পবিত্র লেখনী গুলির অসম্মান না হয়। আশা করা যায়, জামাতের সদস্যবর্গ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং এর থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়গুলিকে দৃষ্টিপটে রাখবেন।

(সম্পাদকীয়)

ইমামের বাণী

" যদি তোমরা প্রকৃতই নফসের দিক দিয়ে মৃত্যু বরণ কর, তবে তোমরা খোদার মধ্যে প্রকাশ পাবে এবং খোদা তোমাদের সাথী হবেন" (আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৮)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

জুমআর খুতবা

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের মধ্যে হযরত খাল্লাদ্ বিন রাফে যুরাকি, হযরত হারেসা বিন সুরাকা, হযরত আব্বাদ বিন বিশর, হযরত সাওয়াদ বিন গাযিয়া রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনের জীবন চরিত, তাঁদের ঈমান, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, রসুলের প্রতি অনুরগা ও ভালবাসার ঈমান উদ্দীপক ঘটনা।

আল্লাহ্ তা'লা এই সমস্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের পদমর্যাদা আরও উন্নীত করুন এবং আমাদেরকেও রসুলে করীম (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত** ২০ শে জুলাই, ২০১৮, **এর জুমুআর খুতবা (২০ ওফা , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবীর নাম ছিল হযরত খাল্লাদ বিন রাফে যুরাকি। তিনি আনসারী ছিলেন। তিনি সেসব সৌভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অনেক সন্তানসন্ততিও দান করেছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৪৪৭)

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মা'জ বিন রাফা তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আমি ও আমার ভাই হযরত খাল্লাদ বিন রাফে অত্যন্ত দুর্বল এক উটে আরোহন করে মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমরা 'বারিদ' নামক স্থানে পৌঁছি, তখন আমাদের উট বসে পড়ে, যা ছিল 'রাওহা' নামক জায়গার পিছনে। এতে আমরা দোয়া করি, হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে মানত করছি যে, তুমি যদি আমাদেরকে এই উটে মদীনায় ফিরে যাওয়ার তৌফিক দাও তাহলে এই উট আমরা কুরবানী করে দিব। অতএব আমরা এই অবস্থায় থাকাকালীন মহানবী (সা.) আমাদের পাশ দিয়ে যান। যাওয়ার পথে তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমাদের উভয়ের কি হয়েছে? আমরা পুরো ঘটনা তাঁর সামনে বিবৃত করি । মহানবী (সা.) যাত্রাবিরতি দিয়ে আমাদের কাছে একটু দাঁড়ান। এরপর তিনি ওজু করেন, আর ওজুর অবশিষ্ট পানিতে তিনি তাঁর পবিত্র লালা মিশ্রিত করেন, অতঃপর তাঁর (সা.) নির্দেশে আমরা উটের মুখ খুলে দিলে তিনি (সা.) উটের মুখে কিছুটা পানি ঢেলে দেন। এরপর কিছুটা পানি তার মাথায়, ঘাড়ে, কাঁধে, কুঁজে, পিঠে এবং কিছুটা এর লেজে ঢালেন। এরপর তিনি (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! রাফে এবং খাল্লাদকে এতে আরোহন করিয়ে নিয়ে যাও। তিনি বলেন, এরপর মহানবী (সা.) যাত্রা করেন। আমরাও যাত্রার জন্য উঠে দাঁড়াই আর যাত্রা আরম্ভ করি। এমনকি আমরা মহানবী (সা.)-কে 'মানসাফ' নামক স্থানের শুরুতে পেয়ে যাই আর আমাদের উট ছিল কাফেলার সর্বাগ্রে। মহানবী (সা.) আমাদেরকে দেখে মৃদু হাসেন। মহানবী (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণে উটের দুর্বলতা পুরোপুরি দূর হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, আমরা যাত্রা অব্যাহত রাখি, এমনকি বদরের প্রান্তরে পৌঁছে যাই। বদর থেকে ফিরে আসার পথে আমরা যখন 'মুসালা' নামক স্থানে পৌঁছি তখন সেই উট পুনরায় বসে যায়। তখন আমার ভাই সেই উটকে জবাই করে দেন আর এর মাংস বিতরণ করেন। এভাবে আমরা এটিকে সদকা করে দিই।

(কিতাবুল মাগাযী লিলওয়াকদি, বাব বদরুল কিতাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫) (আসাদুল গাবা ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮১, খাল্লাদ বিন রাফে)

মানত করেছিলেন যে, এই কাজ হয়ে যাওয়ার পর আমরা এটিকে জবাই করব আর সে অনুসারে তারা কাজ করেছেন। আরেক সাহাবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর নাম হলো হযরত হারসা বিন সুরাকা। ২য় হিজরীতে বদরের যুদ্ধের সময় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মাতা রুবাইয়া বিনতে নাযার হযরত আনাস বিন মালেকের ফুপু ছিলেন। (আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭০৪, হারিসা বিন সুরাকা, ১৯৯৫ সালে বেরুতে দারুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত)

হিজরতের পূর্বে মায়ের সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর পিতা তখন প্রয়াত হয়েছিলেন।

(সীরাতুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯৯, দারুল ইশা'ত করাচি)

তাঁর এবং হযরত সায়েব বিন উসমান বিন মাযউনের মাঝে মহানবী (সা.) ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৪৪৭)

আবু নঈম বর্ণনা করেন যে, হযরত হারসা বিন সুরাকা তাঁর মায়ের সাথে অতি উত্তম আচরণ করতেন। এমনকি মহানবী (সা.) বলেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলে সেখানে হারেসাকে দেখেছি। হাব্বান বিন আরেকা বদরের দিন তাঁকে শহীদ করে। সে তাঁকে তখন তির মারে যখন তিনি চৌবাচ্চা থেকে পানি পান করছিলেন। তাঁর ঘাড়ে তির লাগে এবং এর ফলশ্রুতিতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) পদব্রজে হাঁটছিলেন, এমন সময় একজন আনসারী যুবক তাঁর সামনে আসলে মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে হারেসা! তোমার প্রভাত কী অবস্থায় হয়েছে? তিনি নিবেদন করেন, এই অবস্থায় আমার প্রভাত হয়েছে যে, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র সত্তায় প্রকৃত ঈমান রাখি। তিনি (সা.) বলেন যে, চিন্তা করে দেখো কি বলছো, কেননা সব কথারই একটা বাস্তবতা থাকে। সেই যুবক বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার হৃদয় জগত বিমুখ হয়ে গেছে, আমি সারা রাত জাগ্রত থাকি আর সারাদিন পিপাসার্ত থাকি অর্থাৎ ইবাদতে মগ্ন থাকি আর রোযা রাখি। এক কথায় আমি আমার লালন-পালনকারী মহাসম্মানিত প্রভুর আরশ বাহ্যিক চোখে প্রত্যক্ষ করছি আর আমি যেন জান্নাতবাসীদের দেখছি যে, তারা পরস্পরের সাথে মিলিত হচ্ছে আর আমি যেন দোযখবাসীদেরও দেখছি যে, তারা তাতে হৈচৈ করছে। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, তুমি এমন এক বান্দা যার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানকে আলোকিত করেছেন। এরপর তিনি নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার জন্য শাহাদত লাভের দোয়া করুন। সুতরাং রসূলে করীম (সা.) তার জন্য দোয়া করেন আর বদরের যুদ্ধের দিন অশ্বারোহীদের যখন ডাকা হয় তখন তিনি (রা.) সর্বপ্রথম বের হন আর তিনিই সর্বপ্রথম অশ্বারোহী যিনি শাহাদত বরণ করেন। বর্ণনা করা হয় যে, বদরের যুদ্ধে তিনিই ছিলেন প্রথম শাহাদাত বরণকারী আনসারী সাহাবী। হযরত হারেসার শাহাদতের সংবাদ যখন তার মায়ের কর্ণগোচর হয় তখন তার মা হযরত রুবাইয়া (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং নিবেদন করেন, আপনি তো জানেন, আমি হারসাকে কত ভালোবাসি, তিনি মায়ের অনেক সেবা করতেন, যদি সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করব আর যদি এমনটি না হয় তাহলে আল্লাহ্ই ভাল জানেন আমি কী করে বসব। হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেন, হে উম্মে হারসা! জান্নাত তো একটি নয় বরং বেশ কিছু জান্নাত রয়েছে আর হারসা সবচেয়ে উন্নত জান্নাত জান্নাতুল ফেরদাউসে রয়েছে। তখন তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি অবশ্যই ধৈর্যধারণ করব। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে রসূলে করীম (সা.) বলেছেন যে, হারেসা ফেরদাউসের উন্নত স্থানেরয়েছেন। এতে তাঁর মা ফিরে যান। তখন তিনি মৃদু হাসছিলেন এবং বলছিলেন, হে হারসা! তোমার কতই না সৌভাগ্য।

(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৫০-৬৫১, হারিসা বিন সুরাকা)

বদরের যুদ্ধের সময় আল্লাহ্ তা'লা কাফের সর্দারদের ধ্বংস করে অবিশ্বাসীদের লাঞ্ছিত করেছেন আর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদেরকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বদরের যুদ্ধে যোগদানকারীদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তোমরা যা ইচ্ছে তাই কর, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়েগেছে। আল্লাহ্ তা'লা বদরের যুদ্ধে

যোগদানকারীদের বলেন যে, 'তোমরা যা ইচ্ছে কর, জান্নাত তোমাদের জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে।' এর অর্থ এটি নয় যে, পাপ করলেও জান্নাত আবশ্যক বরং এর অর্থ হলো আল্লাহ্‌র শিক্ষা পরিপন্থী কোন কাজ তাদের হাতে সাধিতই হবে না। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা তাদের কর্মের পথনির্দেশনা দিবেন। বদরের যুদ্ধের দিন শাহাদত বরণকারী হযরত হারেসা বিন সুরাকা (রা.) সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, তিনি জান্নাতুল ফেরদাউসে অবস্থান করছেন।

(শারহু যুরকানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫৭, গাযওয়া বদরুল কুবরা)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত আব্বাদ বিন বিশর। একাদশতম হিজরীতে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত আব্বাদ বিন বিশরের ডাকনাম ছিল আবু বিশর এবং আবু রাবি। তিনি বনু আব্দুল আশআল গোত্রের সদস্য ছিলেন। সন্তান বলতে তাঁর শুধুমাত্র এক কন্যা ছিলেন, তিনিও ইন্তেকাল করেছিলেন। মদীনায় তিনি হযরত মুসআব বিন উমায়েরের হাতে হযরত সা'দ বিন মাআয এবং হযরত উসায়েদ বিন উযায়েরের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। মদীনায় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সময় মহানবী (সা.) তাকে হযরত আবু হুযায়ফা বিন উকবার ভাই বানিয়েছিলেন। হযরত আব্বাদ বিন বিশর বদর, ওহুদ, খন্দক এক কথায় সব যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সেসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৩৩৬, আব্বাদ বিন বিশর)

কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব ইতিহাসের বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকে সংকলিত করেছেন। সেই ঘটনা হলো, বদরের যুদ্ধ মদীনার ইহুদীদের হৃদয়ে লালিত শত্রুতাকে স্পষ্ট করে দেয়, কিন্তু তাদের জন্য পরিতাপের বিষয় হলো, মদীনায় ইহুদীদের ধারণা ছিল বদরের যুদ্ধে কাফেররা মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদের অনুকূলে প্রকাশ পায় আর মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়। এই কারণে ইহুদীদের শত্রুতাও স্পষ্টভাবে সামনে আসে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, পরিতাপের বিষয় হলো বনু কায়নোকার দেশান্তর হওয়াও অন্যান্য ইহুদীদেরকে শুধরে যাওয়ার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতে পারে নি আর তারা তাদের দুষ্কৃতি এবং নৈরাজ্যে ক্রমশ সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। সুতরাং কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনাও এই ধারাবাহিকতারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কা'ব ইহুদী হলেও প্রকৃত অর্থে সে ইহুদী বংশোদ্ভুত ছিল না বরং আরব ছিল। তার পিতা আশরাফ বনু নাবহানের এক ধূর্ত এবং চালাক সঙ্গী ছিল, যে মদীনায় এসে বনু নাজিরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদের মিত্র সাজে, আর অবশেষে এতটা ক্ষমতা এবং প্রভাব- প্রতিপত্তি অর্জন করে যে, বনু নজীরের সবচেয়ে বড় রইস আবু রাফে বিন আবুল হাকীক তার মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দেয়। সেই মেয়ের গর্ভে কা'বের জন্ম হয়, যে বড় হয়ে পিতার চেয়েও অধিক মর্যাদা অর্জন করে। এমনকি অবশেষে সে এমন পদমর্যাদা অর্জন করে যে, পুরো আরবের ইহুদীরা তাকে নিজেদের সর্দার মনে করতে আরম্ভ করে। কা'ব একজন সম্মানিত মানুষ হওয়ার পাশাপাশি খুব দক্ষ কবি এবং খুবই সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল। সবসময় জাতির আলেম এবং প্রভাবশালী লোকদেরকে আর্থিক দান দক্ষীনার মাধ্যমে নিজের অধীনস্ত রাখত কিন্তু চারিত্রিক এবং নৈতিক দিক থেকে খুবই নোংরা চরিত্রের মানুষ ছিল। গোপন ষড়যন্ত্র এবং শত্রুতার কৌশল রচনার বিষয়ে সে ছিল যারপরনায় দক্ষ। (ফেতনা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে চরম দক্ষতা রাখত।) মহানবী (সা.) হিজরতের পর যখন মদীনায় আসেন কা'ব বিন আশরাফ অন্যান্য ইহুদীদের সাথে সেই চুক্তির অংশীদার হয়, যা মহানবী (সা.) এবং ইহুদীদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা এবং সবার প্রতিরক্ষা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বাহ্যতঃ সে চুক্তি করে কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে তার হৃদয়ে হিংসা এবং বিদ্বেষের অগ্নি দাওদাও করে জ্বলতে থাকে। সে গোপন ষড়যন্ত্র ও কৌশলের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.) এর বিরোধিতা আরম্ভ করে। বর্ণিত আছে যে, কা'ব প্রতি বছর ইহুদী আলেম এবং জ্ঞানীদেরকে প্রভূত দানখয়রাত করত কিন্তু মহানবী (সা.) এর হিজরতের পর এরা যখন মাসিক ভাতা গ্রহণের জন্য কা'বের কাছে আসে, তখন সে কথায় কথায় তাদের কাছে মহানবী (সা.) এর কথা উল্লেখ করা আরম্ভ করে এবং তাঁর (সা.) সম্পর্কে তাদের কাছে ধর্মীয় গ্রন্থের ভিত্তিতে মতামত জানতে চায়। তখন তারা বলে, বাহ্যত তাঁকে সেই নবীই মনে হয়, যাঁর প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। এই উত্তরে কা'ব অত্যন্ত রেগে যায় আর তাদেরকে চরম ভর্ৎসনা করে বের করে দেয় আর যে দানখয়রাত তাদের করত তা করে নি। ইহুদী আলেমদের আয় বন্ধ হয়ে গেলে কিছুকাল পর পুনরায় তারা কা'বের কাছে ফিরে আসে আর বলে যে, লক্ষণাবলী বুঝতে আমাদের ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমরা পুনরায় চিন্তা করেছি, সত্যিকার অর্থে মুহাম্মদ (সা.) সেই নবী নন, যাঁর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই উত্তরে কা'বের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। সে আনন্দিত হয়ে তাদেরকে বার্ষিক যে দান করত তা দিয়ে দেয়। বর্ণনাকারী লিখেন যে, যাহোক এটি এক ধর্মীয় বিরোধিতা ছিল, যা অপছন্দনীয় পরিস্থিতিতে অবলম্বন করা হয়েছিল, কিন্তু এটি আপত্তিকর হতে পারে না। (ধর্মীয় বিরোধিতা মানুষ করেই থাকে, এটি তেমন কোন বিষয় নয়।) আর এই ভিত্তিতে কা'বকে অভিযুক্তও করা যেতে পারত না। (এখানে তার হত্যার ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, এটি এমন কোন বিষয় নয় যার ভিত্তিতে তাকে হত্যা করা বৈধ হতো। কিন্তু এর কারণ কী ছিল?) এরপর কা'বের বিরোধিতা আরো বেশি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। অবেশেষে বদরের যুদ্ধের পর সে এমন আচার-আচরণ প্রদর্শন করে যা ছিল চরম নৈরাজ্যকর, যার ফলে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সত্যিকার অর্থে বদরের যুদ্ধের পূর্বে কা'ব মনে করত মুসলমানদের ঈমানী আবেগ ও উদ্দীপনা সাময়িক বিষয়, ধীরে ধীরে এরা সবাই নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে নিজেদের পূর্ব-পুরুষের ধর্মে ফিরে আসবে। কিন্তু বদরের যুদ্ধের সময় মুসলমানরা যখন অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করে আর মক্কার কুরাইশরদের অধিকাংশ নেতাই নিহত হয় তখন সে ধরে নেয় যে, এই নতুন ধর্ম এভাবে নিশ্চিহ্ন হবে বলে মনে হচ্ছে না। বদরের যুদ্ধের পর সে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করতে নিজের সর্বশক্তি নিয়োজিত করার বিষয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়। তার আন্তরিক হিংসা এবং বিদ্বেষের সর্বপ্রথম বহিঃপ্রকাশ তখন হয় যখন বদরের বিজয়ের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে, এই সংবাদ শুনেই কা'ব প্রকাশ্যে এটি বলে বসে যে, এই সংবাদ সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা মনে হচ্ছে। কেননা এটি হতেই পারে না যে, মুহাম্মদ (সা.) কুরাইশের এত বড় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে আর মক্কার এত প্রখ্যাত সর্দাররা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তখন কা'ব বলে এটিই যদি সত্য হয় তাহলে এই জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। এই খবরের যখন সত্যায়ন হয় আর কা'ব যখন নিশ্চিত হয়ে যায় যে, সত্যিই বদরের বিজয় মুসলমানদেরকে সেই দৃঢ়তা দান করেছে যা সে ভাবতেও পারত না, তখন সে ক্ষোভ ও আক্রোশে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় আর সত্বর সফরের প্রস্তুতি নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে গিয়ে তার বাকপটুতা এবং জ্বালাময়ী কবিতার জোরে কুরাইশদের হৃদয়ের সুপ্ত অগ্নিকে লেলিহান শিখায় পরিণত করে আর তাদের হৃদয়ে মুসলমানদের রক্তের জন্য অদম্য পিপাসা সৃষ্টি করে, তাদের বক্ষকে প্রতিশোধ ও শত্রুতার অগ্নিতে পূর্ণ করে দেয়। কা'বের প্ররোচনায় যখন তাদের আবেগ অনুভূতিতে বিদ্যুত খেলে যায়, তখন সে তাদেরকে কাবা গৃহের প্রাঙ্গনে নিয়ে গিয়ে খানা কাবার পর্দা তাদের হাতে দিয়ে বার বার এই কসম নেয় যে, যতদিন ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন না করব ততদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিব না। (মক্কার কাফেরদের কাছ থেকে সে এই অঙ্গীকার নেয়।) মক্কায় এই বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সে অন্যান্য গোত্রের দিকে দৃষ্টি দেয়। বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের কাছে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে। এরপর মদীনায় ফিরে এসে মুসলমান নারীদের বিরুদ্ধে নোংরা এবং অশ্লীল কবিতায় অত্যন্ত অশ্লীলভাবে মুসলমান নারীদের কথা উল্লেখ করে। এমনকি আহলে বায়তের সম্মানিত নারীদেরও নোংরা ও অশ্লীল কবিতার লক্ষ্যে পরিণত করতে দ্বিধা করে নি আর দেশের সর্বত্র এসব কবিতা প্রচার করে। অবশেষে সে মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে আর কোন নিমন্ত্রণ বা তেমনি কিছুর অজুহাতে তাঁকে ঘরে ডেকে কয়েকজন যুবক দ্বারা তাঁকে হত্যা করানোর ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ্‌র কৃপায় সময়মত এই খবর প্রকাশ পেয়ে যায় আর তার এই ষড়যন্ত্র সফল হয় নি। অবস্থা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় অর্থাৎ কা'বের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, বিদ্রোহ, যুদ্ধের প্ররোচনা, নৈরাজ্য, অশ্লীল কথাবার্তা আর হত্যার ষড়যন্ত্র করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন মহানবী (সা.), যিনি বিভিন্ন জাতির মাঝে সংঘটিত সেই চুক্তি অনুযায়ী, যা তাঁর মদীনায় আগমনের পর মদীনাবাসীদের মাঝে হয়েছিল, মদীনার গণতান্ত্রিক সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তিনি এই রায় প্রদান করেন যে, কা'ব বিন আশরাফ তার অপকর্মের কারণে হত্যা যোগ্য। আর তাঁর কতক সাহাবীকে নির্দেশ দেন যে, একে হত্যা করা হোক। কিন্তু যেহেতু কা'ব দ্বারা সৃষ্ট নৈরাজ্যের কারণে মদীনার পরিবেশ তখন এমন ছিল যে, রীতিমত ঘোষণা দিয়ে তাকে যদি হত্যা করা হতো তাহলে মদীনায় এক ভয়াবহ গৃহ-যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিত। তাতে কত মানুষ মারা যেত এবং কাটা পড়ত তা কেউ জানে না। আর মহানবী (সা.) সকল সম্ভাব্য এবং বৈধ ত্যাগ স্বীকার করে জাতিসমূহের মাঝে রক্তপাতকে বন্ধ করতে চাইতেন (এবং যুদ্ধ করা পছন্দ

করতেন না) তাই তিনি (সা.) এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, কা'বকে প্রকাশ্যে মানুষের সামনে এনে হত্যা না করে গোপনে যথোপযুক্ত কোন সময় বের করে তাকে হত্যা করা হোক। এই দায়িত্ব তিনি অওস গোত্রের নিষ্ঠাবান সাহাবী মোহাম্মদ বিন মুসলেমার ওপর ন্যস্ত করেন এবং তাকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে, যে রীতি অবলম্বন করতে চান তা অওস গোত্রের নেতা সাদ বিন মা'যের পরামর্শক্রমে করুন। মোহাম্মদ বিন মুসলেমা নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! গোপনে হত্যা করার জন্য কোন কথা বলতে হবে, কোন অজুহাত দেখাতে হবে, যার ভিত্তিতে কা'বকে তার ঘর থেকে বের করে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করা সম্ভব হয়। তিনি (সা.) সেই অসাধারণ ফলাফল যা গোপনে ও নীরবে শাস্তি প্রদানের পন্থাকে পরিত্যাগ করলে সৃষ্টি হতে পারে তা সামনে রেখে বলেন যে, ঠিক আছে। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ বিন মুসলেমা হযরত সা'দ বিন মা'জ এর পরামর্শক্রমে আবু নাইলা এবং আরো দু'তিনজন সাহাবীকে সাথে নেন আর কা'বের ঘরে পৌঁছান। কা'বকে তার ঘরের ভিতর থেকে ডেকে বলেন যে, আমাদের সাহেব অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের কাছে সদকা করতে বলেন। আমরা অসচ্ছল, তুমি কি দয়া করে কিছু ঋণ দিতে পার? এ কথা শুনে কা'ব আনন্দে লাফিয়ে ওঠে এবং বলে, আল্লাহ্‌র কসম! শুধু এটিই নয়, সেই দিন দূরে নয় যখন তোমরা এই ব্যক্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাকে ছেড়ে দিবে। মুহাম্মদ বিন মুসলেমা উত্তর দেন, তুমি যা-ই বলনা কেন, আমরা তো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অনুসরণ ও আনুগত্য অবলম্বন করেছি, এখন আমরা এটি দেখেই ছাড়ব যে, এই জামা'তের পরিণাম কী হয়। তুমি এটি বল যে, ঋণ দিবে কি না? কা'ব বলে, হ্যাঁ, কিন্তু আমার কাছে কোন কিছু বন্ধক রাখতে হবে। মুহাম্মদ বিন মুসলেমা বলেন, কি জিনিস? সেই দুর্ভাগা উত্তর দেয় যে, তোমাদের নারীদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখ। তিনি (রা.) ক্রোধ অবদমন করে বলেন, এটি কিভাবে হতে পারে যে, তোমার মত মানুষের কাছে আমরা আমাদের মহিলাদেরকে বন্ধক রাখব, তোমার কোন বিশ্বাস নেই। সে বলে, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের ছেলেদের আমার কাছে বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ বিন মুসলেমা বলেন, এটিও অসম্ভব যে, আমরা আমাদের ছেলেদেরকে তোমার কাছে বন্ধক রাখব, কেননা আমরা সারা আরবের খোটা সহ্য করতে পারব না, অবশ্য তুমি যদি সদয় হও তাহলে আমরা আমাদের অস্ত্র তোমার কাছে বন্ধক রাখছি। এতে কা'ব সম্মত হয়ে যায়। মোহাম্মদ বিন মুসলেমা এবং তার সাথিরা রাতের বেলায় আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে আসেন। রাত হতেই মুসলমানদের এই ছোট্ট দলটি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রওনা দেয়, কেননা তখন যেহেতু তাদের জন্য প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল তাই তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কা'বের বাড়িতে পৌঁছান। এরপর তাকে ঘর থেকে ডেকে কথা বলতে বলতে এক দিকে নিয়ে আসেন, কিছুক্ষণ পর পায়চারি রত অবস্থায় পূর্ব থেকেই সশস্ত্র সাহাবীরা তার ওপর হামলা করে তাকে কাবু করে। যাহোক, কা'ব নিহত হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর মোহাম্মদ বিন মুসলেমা এবং তার সাথিরা মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হন এবং কা'বের নিহত হওয়ার সংবাদ তাঁকে (সা.) প্রদান করেন। কা'বের নিহত হওয়ার সংবাদ প্রকাশ পেতেই শহরে এক উত্তেজনা ছড়িয়ে যায়। ইহুদীরা খুবই উত্তেজিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন প্রভাতে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয় এবং অভিযোগ করে যে, আমাদের সরদার কা'ব বিন আশরাফকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের কথা শুনে রসূলে করীম (সা.) বলেন, তোমরা কি জান, কা'ব কী কী অপরাধ করেছে? এরপর তিনি সংক্ষিপ্ত পরিসরে কা'বের চুক্তি ভঙ্গ করা, যুদ্ধে প্ররোচিত করা, নৈরাজ্য, অশ্লীলতা এবং হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি স্মরণ করান। তখন তারা ভয়ে চুপ হয়ে যায়। এরপর মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমাদের উচিত হবে অন্ততপক্ষে ভবিষ্যতে শান্তিপূর্ণভাবে এবং সহযোগিতামূলক আচরণের ভিত্তিতে সামাজিক জীবন যাপন করা এবং শত্রুতা ও নৈরাজ্যের বীজ বপন করা থেকে বিরত থাকা। সুতরাং ইহুদীদের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন চুক্তি লেখা হয় আর ইহুদীরা নতুনভাবে মুসলমানদের সাথে শান্তিতে থাকার এবং ফেতনা ও নৈরাজ্যের রীতি পরিত্যাগের অঙ্গীকার করে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৬৬-৪৭০)

তিনি (সা.) তাদের কথা শুনে এই কথা বলেন নি যে, মুসলমানরা তাকে হত্যা করে নি বরং তার বিভিন্ন অপরাধ তাদের সামনে তুলে ধরেন আর তাদের আপত দৃষ্টিতে যে ফলাফল প্রকাশ পেতে পারত তা তাদের সামনে তুলে ধরেন। অর্থাৎ তার অপরাধের জন্য সে হত্যাযোগ্যই ছিল আর ইহুদীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, তিনি (সা.) সত্য কথা বলেছেন। এই কারণেই তারা নতুন চুক্তি করেছে, যেন ভবিষ্যতে আর এমন ঘটনা না ঘটে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয় আর এমন যেন না হয় যে, ইহুদীরা প্রতিশোধ নেওয়া আরম্ভ করবে আর এরপর মুসলমানরা তাদেরকে শাস্তি দিবে। যদি তাকে এভাবে হত্যা করাকে ইহুদীরা অন্যায় মনে করত, তাহলে তারা নীরব থাকত না বরং রক্তপণ দাবি করত। কিন্তু তারা এই দাবি করে নি বরং নীরবতা অবলম্বন করেছে। এসব কথা থেকে স্পষ্ট হয় যে, তৎকালীন প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এই হত্যা বৈধ ছিল। যে নৈরাজ্য সে সৃষ্টি করছিল তা হত্যার চেয়েও ভয়াবহ ছিল। আর এমন অপরাধীর শাস্তি এটিই ছিল আর এমনটি হওয়া উচিত ছিল। আর তখনকার সামাজিক রীতি অনুসারেই তাকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এবং সেই সময়কার সামাজিক রীতি অনুসারে এই শাস্তি দেওয়া বৈধ ছিল। আর যেমনটি আমরা দেখি, ইহুদীদের আচরণ থেকেও তা স্পষ্ট হয়, তাই আপত্তির কোন সুযোগ নেই। এই শাস্তি দেওয়া যদি বৈধ না হতো তাহলে ইহুদীরা এই প্রশ্ন তুলত যে, বিচারের আওতায় এনে প্রকাশ্যে কেন শাস্তি দেওয়া হল না। অতএব এই কথা প্রমাণ করে যে, কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ড বৈধ ছিল। একইসাথে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বর্তমান যুগের চরম পন্থীরা এমন কথার ভুল ব্যাখ্যা করে, একইভাবে বিভিন্ন সরকারও ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে আর মনে করে যে, এভাবে হত্যা করা বৈধ। প্রথম কথা হলো, আজকের যুগে সেভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে না, আর যাদেরকে হত্যা করা হয় তারা নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত সেখানে কেবল অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তার পরিবারকেও নয় আর না অন্য কাউকে। কিন্তু আজকে এরা যখন হত্যা করে তখন তারা নিরীহ ও নিষ্পাপ লোকদের হত্যা করে, মহিলাদের হত্যা করে, শিশুদের হত্যা করে। বহু মানুষকে তারা পঙ্গু বানিয়ে দিচ্ছে। যাহোক আজকের নিয়মকানুন অনুসারে এটি বৈধ নয়। কিন্তু তখন সেই শাস্তি সঠিক এবং আবশ্যক ছিল এবং প্রশাসন তাকে সেই শাস্তি দিয়েছিল।

হযরত রসূলে করীম (সা.) হযরত আব্বাদ বিন বিশারকে বনু সুলায়েম এবং মুযাইনা গোত্রের কাছে সদকা আদায়ের জন্য পাঠান। হযরত আব্বাদ বিন বিশর তাদের কাছে দশদিন অবস্থান করেন। সেখানে থেকে ফিরে এসে বনু মুসতালেক গোত্রের কাছে সদকা সংগ্রহের জন্য যান। সেখানেও দশদিন অবস্থান করেন এরপর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। হাদীসে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা.) হযরত আব্বাদ বিন বিশারকে হুনায়নের মালে গনিমতের ওপর কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন আর তবুকের যুদ্ধে নিরাপত্তা সংক্রান্ত তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৪৪৭)

তিনি প্রবীণ সাহাবীদের মাঝে গণ্য হতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আনসারী সাহাবীদের মাঝে তিন ব্যক্তি এমন ছিলেন, যাদের উপর অন্য কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া সম্ভব ছিল না আর তাদের সকলেই বনু আব্দুল আশআর গোত্রের সদস্য ছিলেন। এ তিনজন হলেন হযরত সাদ বিন মা'য, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের এবং হযরত আব্বাদ বিন বিশার।

হযরত আব্বাদ বিন বিশরের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) আনসারকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আনসার গোত্র! তোমরা হলে আমার 'শি'য়ার' (অর্থাৎ আমার শরীরের সবচেয়ে কাছের কাপড় যা শরীরের সাথে চিমটে থাকে) আর বাকীরা হলো 'দিসার'। (অর্থাৎ সেই কাপড় যা বাইরে পরিধান করা হয়।) মহানবী (সা.) বলেন, আমার এ বিষয়ে আশ্বস্ত যে, তোমাদের পক্ষ থেকে আমি কোন কষ্ট পাব না। হযরত আব্বাদ বিন বিশর ইয়ামামার যুদ্ধে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে শাহাদত বরণ করেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) আমার ঘরে তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন, তখন তিনি আব্বাদ বিন বিশরের আওয়াজ শুনতে পান, যিনি মসজিদে নামায পড়ছিলেন, তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, আয়েশা! এটি কি আব্বাদের আওয়াজ? আমি নিবেদন করি, হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! আব্বাদের প্রতি কৃপা কর।

অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এর সাহাবীদের মাঝে দু'ব্যক্তি ঘন অন্ধকার এক রাতে মহানবী (সা.) এর কাছ থেকে বের হন, তাদের একজন ছিলেন হযরত আব্বাদ বিন বিশর আর আমি মনে করি দ্বিতীয়জন ছিলেন হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের। তাদের সাথে যেন দু'টো প্রদীপ ছিল, যা তাদের সামনের পথ আলোকিত করছিল। তাদের উভয় যখন পৃথক হন তখন প্রত্যেকের সাথে একটি করে প্রদীপ ছিল যা অন্ধকার রাতে পথ দেখানোর কাজ করছিল। অবশেষে তারা নিজেদের গৃহবাসীদের সাথে গিয়ে মিলিত হন।

(সহী বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৪৬৫) (সহী বুখারী কিতাবুস শাহাদত, বাব শাহাদাতুল আমা, হাদীস-২৬৫৫) (আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৯-১৫০, আব্বাদ বিন বাশার, বেরুতে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত)

হুদায়বিয়ার সফরেও তাঁরা ছিলেন। এই সফরের বিশদ বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, মহানবী (সা.) চৌদ্দশ-এর কিছু অধিক সাহাবী নিয়ে ৬ হিজরী সনের যুলকাদার প্রথম দিকের রবিবার প্রভাতে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। এই সফরে মহানবী (সা.) এর শ্রদ্ধেয়া স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা (রা.) তাঁর সফর সঙ্গীনী ছিলেন। আর নুমাইলা বিন আব্দুল্লাহ্‌কে মদীনার আমীর এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুমকে নামাযের ইমাম নিযুক্ত করা হয়, যিনি ছিলেন অন্ধ। মদীনা থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে মক্কার রাস্তায় অবস্থিত জুল হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি (সা.) সেখানে যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেন এবং যোহরের নামায আদায়ের পর কুরবানীর উট সমূহের ওপর, যা সংখ্যায় সত্তর ছিল, চিহ্ন লাগানোর নির্দেশ দিয়ে সাহাবীদের বলেন, তারা যেন হাজীদের নির্দিষ্ট পোশাক, যাকে এহরাম বলা হয়, তা যেন তারা পরে নেয় আর তিনি (সা.) নিজেও এহরাম বাঁধেন। অতঃপর কুরাইশদের কোন দুরভিসন্ধি আছে কি না সে বিষয়ে খবরা খবর নেওয়ার জন্য তিনি (সা.) 'খুযা' গোত্রের বুসার বিন সুফিয়ান নামের এক ব্যক্তিকে অগ্রে প্রেরণ করেন যে মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাস করত। অতঃপর ধীরে ধীরে মক্কার দিকে অগ্রসর হন। এরপর অতিরিক্ত সাবধানতাস্বরূপ মুসলমানদের বিশাল দলটির সামনে থাকার জন্য আব্বাদ বিন বিশরের নের্তৃত্বে বিশজন অশ্বারোহীর এক বাহিনী গঠন করেন। কয়েক দিন সফরান্তে তিনি (সা.) যখন আসফান নামক জায়গার কাছে পৌঁছান যা মক্কা থেকে প্রায় দুই দিনের দূরত্বে অবস্থিত, তখন তাঁর (সা.) দূত ফিরে এসে মহানবী (সা.) কে অবহিত করে যে, মক্কার কুরাইশরা খুবই উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত আর আপনাকে বাধা দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে রেখেছে। এমনকি তাদের কতক নিজেদের ক্রোধ এবং পাশবিকতা প্রকাশের জন্য চিতার চামড়া পরিধান করে রেখেছে আর যুদ্ধের সংকল্প নিয়ে মুসলমানদেরকে যে কোনও মূল্যে বাধা দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আর এটিও জানা যায় যে, কুরাইশরা তাদের কয়েকজন দুঃসাহসী অশ্বারোহীর সমন্বয়ে গঠিত একটি দল খালেদ বিন ওয়ালিদের নের্তৃত্বে, যিনি তখনও মুসলমান হন নি, অগ্রে পাঠায় আর এ অশ্বারোহী বাহিনী এখন মুসলমান বাহিনীর অদূরেই রয়েছে। আর এই অশ্বারোহী বাহিনীতে একরামা বিন আবু জাহলও অন্তর্ভুক্ত আছে। (এই সংবাদ মহানবী (সা.)-কে দেওয়া হয়।) মহানবী (সা.) এই সংবাদ শুনে সংঘাত এড়ানোর উদ্দেশ্যে সাহাবীদেরকে মক্কার পরিচিত রাস্তা বাদ দিয়ে ডান দিক হয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। সুতরাং মুসলমান দল এক কঠিন ও দুর্গম পথ ধরে সমুদ্র তীরবর্তী রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।"(সীরাত খাতামাননাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, পৃষ্ঠা: ৭৪৯-৭৫০) এবং সেখানে পৌঁছায়। পরবর্তী পুরোটাই সুলাহ্ হুদায়বিয়ার ঘটনা। আব্বাদ বিন বিশরও সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সেই দলের অশ্বারোহী সৈন্য হিসেবে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। খুবই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাহাবী ছিলেন, যার ওপর মহানবী (সা.) অনেক বেশি আস্থা রাখতেন।

হযরত আব্বাদ বিন বিশর হুদায়বিয়ার সময় সংঘটিত সেই বয়আতের অন্তর্ভুক্ত সম্মানিত সাহাবীদের একজন ছিলেন যা বয়আতে রিজওয়ান নামে পরিচিত। যাতুর রিকা যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি ঘটনা রয়েছে। মহানবী (সা.) এক রাতে এক জায়গায় অবস্থান করেন, তখন ঝোড়ো বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। তিনি (সা.) এক উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, কে আছে যে আজ রাতে আমাদের জন্য প্রহরীর দায়িত্ব পালন করবে। তখন হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং বলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আজকে আমরা আপনার পাহারা দিব। এরপর তারা উভয়েই উপত্যকার এক চূড়ায় বসে যান, এরপর হযরত আব্বাদ বিন বিশর হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরকে বলেন যে, রাতের প্রথম ভাগে আমি পাহারা দিব, তুমি যাও, রাতের শেষ অংশে তুমি পাহারাও দিবে, যেন আমি ঘুমাতে পারি। তিনি বলেন যে, এখন গিয়ে তুমি শুয়ে পড়। সুতরাং হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) ঘুমিয়ে পড়েন। হযরত আব্বাদ বিন বিশর দাঁড়িয়ে নামায পড়া আরম্ভ করেন।

অপর দিকে নাজাদ অঞ্চলে তাদের অত্যাচার এবং সীমালংঘনের কারণে মহানবী (সা.) যখন তাদের মহিলাদের বন্দী করেন, তাদের মাঝে এক মহিলার স্বামী তখন সাথে ছিল না, সাথে থাকলে সেও মহিলার সাথেই থাকত। যাহোক সেই ব্যক্তি যখন ফিরে আসে তখন সে জানতে পারে যে, তার স্ত্রীকে মুসলমানরা বন্দী বানিয়েছে। তখনই সে কসম খায় যে, আমি ততক্ষণ শান্তিতে বসব না যতক্ষণ মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন ক্ষতি না করব বা তাঁর সাথিদের হত্যা না করব। তাই সে যখন পিছু ধাওয়া করে সেই উপত্যকার কাছে আসে যেখানে মহানবী (সা.) অবস্থান করছিলেন, উপত্যকার গিরিপথে যখন সে হযরত আব্বাদ বিন বিশরের ছায়া দেখে তখন সে বলে এটি শত্রুর নিরাপত্তা রক্ষী তাই সে ধনুকে তির সাজিয়ে নিক্ষেপ করে যা হযরত আব্বাদ বিন বিশরের শরীরে বিদ্ধ হয়। হযরত আব্বাদ বিন বিশর তখন নামাযে রত ছিলেন। তিনি তির টেনে বের করে ফেলে দেন এবং নামায অব্যাহত রাখেন। সেই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার তির নিক্ষেপ করে, সেই তিরও তাঁর শরীরে লাগে, তিনি সেটিও বের করে ছুড়ে ফেলে দেন। এরপর যখন তৃতীয় তির নিক্ষেপ করে তখন হযরত আব্বাদ বিন বিশরের যথেষ্ট রক্তপাত ঘটে। তিনি নামায শেষ করে হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরকে জাগান। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের যখন আব্বাদ বিন বিশরকে আহত অবস্থায় দেখেন তখন বলেন, তুমি আমাকে পূর্বেই কেন জাগাও নি? তিনি বলেন, আমি নামাযে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিলাম, নামায ত্যাগ করতে আমার মন চাইছিল না। (আসসীরাতুল হুলবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৮-৩৬৯) এই ছিল তাদের ইবাদতের চিত্র।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আব্বাদ বিন বিশরকে বলতে শুনেছি, হে আবু সাঈদ! আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, আকাশ আমার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে, এরপর ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ইনশাআল্লাহ্, আমি শাহাদত বরণ করব। আমি বললাম, খোদার কসম, তুমি মঙ্গল দেখেছো। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন,ইয়ামামার যুদ্ধে আমি দেখেছি, হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) আনসারদের ডাকছিলেন যে, তোমরা তরবারির খাপ ভেঙে ফেল। একথা বলে তিনি মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। আনসারদের মধ্য থেকে তারা চারশত ব্যক্তিকে পৃথক করে, যাদের মাঝে অন্য আর কেউ ছিল না। তাদের সবার সামনে ছিলেন হযরত আব্বাদ বিন বিশর, হযরত আবু দাজানা এবং হযরত বারাআ বিন মালেক। তারা বাবুল হাদীকা পর্যন্ত পৌঁছান এবং ভয়াবহ যুদ্ধ করেন আর হযরত আব্বাদ বিন বিশর শাহাদত বরণ করেন। আমি তার চেহারায় তরবারির এত বেশি আঘাত দেখেছি যে, শুধু দেহের চিহ্ন দেখেই তাকে চিনতে পারি।"

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৪৪৭)

এরপর রয়েছেন হযরত সোয়াদ বিন গাযিয়া (রা.), তিনিও একজন আনসারী ছিলেন। তার সম্পর্কেও উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত সোয়াদ বিন গাযিয়া বনু আদি বিন নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দকসহ অন্যান্য যুদ্ধগুলোতেও যোগদান করেন। বদরের যুদ্ধে খালেদ বিন হিসাম মাখযুমীকে তিনি বন্দী করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) তাকে খায়বারের হাকেম বানিয়ে প্রেরণ করেন। তিনি সেখান থেকে উন্নতমানের খেজুর নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) তাঁর কাছ থেকে দুই সা' সাধারণ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' খেজুর ক্রয় করেন।

(আসাদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৯০) এই খেজুর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পছন্দ হয় তাই তিনি (সা.) সেই খেজুরের যা মূল্য ছিল তা অন্য প্রকারের খেজুরের বিনিময়ে ক্রয় করেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বদরের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন যে, হযরত সাওয়াদের সৌভাগ্য এবং রসূলে করীম (সা.)-এর ভালোবাসা সংক্রান্ত একটি ঘটনা পাওয়া যায়। ২য় হিজরীর রমজানের ১৭ তারিখ, জুমুআর দিন ছিল। খ্রিষ্টাব্দের হিসাবে ১৪ মার্চ ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ ছিল। প্রভাতে উঠে সর্বপ্রথম নামায আদায় করা হয়, এরপর এক খোদার ইবাদতকারীরা খোলা ময়দানে এক আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদাবনত হন। এরপর মহানবী (সা.) জিহাদ সম্পর্কে একটি খুতবা প্রদান করেন। অতপর যখন সূর্য উদিত হয় তখন তিনি (সা.) একটি তিরের ইঙ্গিতে মুসলমানদের সারি সোজা করা আরম্ভ করেন, তখন সাওয়াদ নামের এক সাহাবী লাইনের কিছুটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে তিরের ইশারায় পিছনে যেতে বলেন, কিন্তু কোনওভাবে তাঁর (সা.) তিরের বাট তাঁর বুকে গিয়ে লাগে। তিনি বীরত্বের সাথে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে সত্য এবং ন্যায়সহ প্রেরণ করেছেন (অদ্ভুত ঘটনা এটি, সেই সাহাবী লাইনের বাইরে ছিলেন, রসূলুল্লাহ্ তির দ্বারা সারি সোজা করছিলেন আর ঘটনাক্রমে তিরের বাট তার বুকে গিয়ে লাগে, তখন তিনি বড় বীরত্বের সাথে বলেন, খোদা তা'লা আপনাকে সত্য এবং ন্যায়ের সাথে পাঠিয়েছেন) কিন্তু আপনি আমাকে অন্যায়ভাবে তির মেরেছেন। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো এর প্রতিশোধ নিব। এতে সাহাবীরা হতভম্ব ও উদ্বিগ্ন হয়ে

পড়ে যে, সাওয়াদের কী হয়েছে! কিন্তু মহানবী (সা.) পরম স্নেহের সাথে বলেন যে, ঠিক আছে সাওয়াদ, আমি যেহেতু তোমাকে তির মেরেছি তাই তুমিও আমাকে তির মার। এই কথা বলে তিনি (সা.) তার বক্ষ থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলেন। তখন হযরত সাওয়াদ (রা.) ভালোবাসার উচ্ছ্বাসে সামনে এগিয়ে এসে মহানবী (সা.) এর বক্ষে চুমু খান। এতে মহানবী (সা.) মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করেন, হে সাওয়াদ! একি কৌশল তোমার মাথায় এল? তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! শত্রু সামনে দণ্ডায়মান, জানি না এখান থেকে আমরা জীবিত ফিরে যেতে পারব কি না। তাই আমি চাইলাম, শাহাদতের পূর্বে আপনার পবিত্র দেহের সাথে নিজের দেহ স্পর্শ করব আর ভালোবাসব। তখন মহানবী (সা.) তার কল্যাণের জন্য দোয়া করেন।

(সীরাত খাতামাননাবীঈন, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃষ্ঠা: ৩৫৭-৩৫৮ থেকে সংকলিত)

মহানবী (সা.)-এর প্রতি এসব সাহাবীর প্রেম এবং ভালোবাসা ব্যক্ত করার রীতি ছিল বড় অদ্ভুত। হযরত উকাশা (রা.) সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়, বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে অনেক পরের কথা আর এটি প্রথম দিকের কথা। সব সময় তারা এই চেষ্টাতেই থাকতেন যে, আমরা সুযোগ পেলে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রতি কেবল ভালোবাসার প্রকাশই করব না বরং রসূলে করীম (সা.)-এর নৈকট্য থেকে আমরা আশিস এবং কল্যাণ মণ্ডিতও হব।

আল্লাহ্ তা'লা এই উজ্জ্বল নক্ষত্রদের পদমর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করুন আর আমাদেরকেও রসূল প্রেমের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

*****❖*****❖*****❖*****

দ্বিতীয় খুতবার শেষাংশ.....

যতদূর যায় ততটুকু অঞ্চল মুসলমান মুজাহিদদের ঘোড়া এবং উটের চারণক্ষেত্র বানিয়ে নাও। এটিও ছিল তাঁদের একটা পদ্ধতি ছিল। (ফুট বা মাইলের কথা হচ্ছে না, আওয়াজ যে পর্যন্ত পৌঁছে বিভিন্ন কোণায় মানুষ দাঁড় করাও, যে পর্যন্ত আওয়াজ যায় সেটিই হবে সেই চারণক্ষেত্রের সীমানা। আর সেই চারণক্ষেত্র হবে মুসলমান মুজাহিদদের উট এবং ঘোড়ার জন্য, যার মাধ্যমে তারা জিহাদ করতে সক্ষম হবে। এটি হবে বায়তুল মালের অংশ এবং সরকারী চারণক্ষেত্র আর তা হবে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের ঘোড়া এবং উটের চারণক্ষেত্র।) হযরত বেলাল (রা.) তখন নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! মুসলমানদের সাধারণ পশু চরানো সম্পর্কে কী নির্দেশ? (মুসলমানদের অনেক সাধারণ প্রাণী রয়েছে, খোলা চারণক্ষেত্রে চরে থাকে, সেগুলো সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কী?) এতে তিনি (সা.) বলেন, সেগুলো এতে প্রবেশ করবে না, এটি কেবল তাদের জন্য যারা নিজেদের উট এবং ঘোড়া জিহাদের জন্য লালন পালন করে। হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই দুর্বল পুরুষ এবং নারী যাদের কাছে স্বল্প সংখ্যক গবাদী পশু থাকে, তারা সেগুলো চরানোর সামর্থ্যও রাখে না। (তারা দরিদ্র, কয়েকটি ছাগল ভেড়া যারা লালন-পালন করে আর দূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য নাই তাদের সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত কী?) এতে মহানবী (সা.) বলেন, তাদের অব্যহতি দাও সেগুলোকে চরাতে দাও।"

(সুবালুল মাহদী ওয়াল ইরশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫২-৩৫৩)

গরীব, অভাবী এবং দুর্বলদের অনুমতি আছে। তারা সরকারী চারণভূমিতে চরাতে পারে। জাতীয় সম্পদ জাতিগত উদ্দেশ্যেই ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে দরিদ্রদের যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনও মেটাতে হয় তাহলে তা থেকে তারা উপকৃত হতে পারে।

হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে "সীরাতুস সাহাবা" পুস্তকের লেখক লিখছেন, তিনি অনেক বেশি বিশ্বস্ত, অনুগ্রহকারী ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। এই ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী। বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি ছিলেন খুবই যত্নবান। মক্কা বিজয়ের সময় মুশরেকদের উদ্দেশ্যে যে পত্র লিখেছিলেন (সেই মহিলার হাতে পাঠিয়েছিলেন, যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে) তা মূলত আত্মীয়স্বজনদের প্রতি এসব আবেগের বশবর্তী হয়েই। সুতরাং মহানবী (সা.)-ও তার এ সদিচ্ছা এবং স্পষ্টবাদিতা দেখে তাঁকে ক্ষমা করেন।

(সীরাতুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪১১-৪১২ থেকে সংকলিত)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব সাহাবীর উন্নত বিশেষত্বের ধারক বাহক করুন এবং তাঁদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন। আমীন।

****

প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"আরেকটি উপাসনার নাম হচ্ছে হজ্জ, যার অর্থ এটা নয় যে, ন্যায় বা অন্যায় পথে উপার্জিত অর্থ দ্বারা কেউ সাগর পাড়ি দিয়ে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে এবং কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের নির্দেশানুযায়ী নামায ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার পর ফিরে এসে গর্ব সহকারে বলে বেড়ায় যে, সে হজ্জ করে এসেছে। হজ্জের যে উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারণ করেছেন, তা এভাবে লাভ করা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, হজ্জ-যাত্রীর ভ্রমণের মূল লক্ষ্য হবে, সে যেন তার সকল কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ভক্তিতে আপ্লুত হয়। একজন প্রকৃত-প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে আর আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করা তারই প্রকাশ্য রূপ।" (১৯০৬ সালের জলসা সালনার ভাষণ, 'ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে এর তুলনা' হতে গৃহীত)

"ক্বা'বাগৃহ প্রদক্ষিণকারী হাজী নিজের সকল কাপড় ছেড়ে এক কাপড় পরিধান করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক হাজী তার বাহ্যিকতার সকল পোশাক পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে উপস্থিত হয়। কারণ, তখন সে সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। একজন হাজী বাহ্যিকভাবে ক্বাবা প্রদক্ষিণ করে দেখায় যে, তার হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেমের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে এবং সে সত্যিকার প্রেমিকের ন্যায় তার প্রেমাস্পদের গৃহ প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে সে তার সকল কামনা-বাসনা ছিন্ন করে নিজের সকল স্বার্থ তার প্রভুর নিকট কুরবানী করে। ইসলামী আইনে হজ্জের প্রকৃত অর্থ এটাই।"

(ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা' মূল রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৭)

"এবং যারা হজ্জ পালনে ব্রতী হয়, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যতক্ষন পর্যন্ত না সে হজ্জের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বাহ্যিক কর্ম আধ্যাত্মিক হজ্জের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হজ্জব্রত পালন প্রাণহীন ও অর্থহীন।

কিন্তু অনেক ব্যক্তি এমন আছেন যে, লোকে তাদেরকে 'হাজী' বলুক, এজন্যই অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা পবিত্র কাবাগৃহে গমন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট তাদের হজ্জ গৃহিত হয় না, কেননা, তারা শাঁসবিহীন খোলসমাত্র।"

(১৯০৬ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর সালনা জলসার বক্তৃতা-রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৭)

"দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে, এই মাস 'ত্যাগর মাস' বলে পরিচিত। হযরত রসূলে করীম (সা.) আবির্ভূত হয়েছিলেন ত্যাগের উত্তম উদাহরণ দানের জন্য। যেমনভাবে তোমরা ছাগল, গরু, উট এবং ভেড়া কুরবানী দিয়ে থাক, তদ্রূপ আজ হতে তেরশ' বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পথে মানুষ নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিত। সেটাই ছিল প্রকৃত 'বড় ঈদ' এবং ওটাই ছিল প্রকৃত সেই সময় যখন জগৎকে প্রভাতের আলো প্রদর্শন করা হয়েছিল।

বর্তমানে পশু জবাই করার মাধ্যমে যেভাবে কুরবানী করা হয়, উহা কুরবানীর শাঁস নয়, কুরবানীর খোলসমাত্র। উহা আত্মা নয়, দেহ মাত্র।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড)

(সৌজন্যে: পক্ষিক আহমদী, ১৫ আগষ্ট, ২০১৮)

ভারতের অঙ্গসংগঠনগুলির সালানা ইজতেমার মঞ্জুরী (২০১৮ সাল)

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ (আই.) ভারতের অঙ্গসংগঠনগুলির ২০১৮ সালের বাৎসরিক ইজতেমার জন্য মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। আয়োজনের তারিখ হল- ১২, ১৩ ও ১৪ই অক্টোবর, ২০১৮, (শুক্র, শনি ও রবিবার)

সমস্ত অঙ্গসংঠনগুলির সদস্যবর্গ দোয়ার সঙ্গে কাদিয়ান দারুল আমানের আধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুষ্ঠিতব্য ইজতেমায় অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করুন এবং ইজতেমার সার্বিক সাফল্যের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন।

জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহসানুল জাযা।

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

সেক্রেটারী মালকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, কতজন উপার্জনশীলা লাজনা রয়েছে? কত শতাংশ চাঁদা দেয়? হুযুর আনোয়ার বলেন, চাঁদাদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে কর্মসূচি গ্রহণ করুন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করুন এবং তাদেরকে বলুন যে, চাঁদা কোন ট্যাক্স নয়, এটি হল খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।

তবলীগ সেক্রেটারীকে সম্বোধন করে হুযুর আনোয়ার বলেন: কি তবলীগ করছেন? প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তবলীগ করেন কি? গত দুই মাসে কতগুলি বয়আত হয়েছে?

তবলীগ সেক্রেটারী বলেন, আমরা তরবীয়তি ওয়ার্কশপ এবং ক্লাসের আয়োজন করে থাকি। এছাড়াও লাজনাদের রিসার্চ প্যানেল গঠন করেছি। প্রত্যেক মজলিসে আমাদের পাঁচজন করে দায়ীয়া ইলাল্লাহ্ রয়েছেন যার প্রতি মাসে তবলীগ করছেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সেমিনারে তারা অংশগ্রহণ করেন এবং সেই সমস্ত কমিউনিটির মানুষের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে।

সেক্রেটারী তবলীগ বলেন, লোলিও শহরে একটি বয়আত হয়েছে। এছাড়াও আরও দুটি বয়আত হয়েছে, কিন্তু এখনও সেগুলির মঞ্জুরি আসেনি। এবছর আমরা লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি যে প্রত্যেক মজলিস যেন কমপক্ষে একটি করে বয়আত করে। এটি পূর্বে ছিল না। আমরা স্কুল, ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সেমিনার করার কথাও ভাবছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ভাল কথা করুন। এখানে ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষারত লাজনাদের সংখ্যা যদি যথেষ্ট হয় তবে তাদেরকে একত্রিত করে কেন সেমিনার করেন না? সেমিনার কেবল আন্তঃধর্মীয় হতে হবে-এমনটি জরুরী নয়। সেমিনার হোক, তা যে কোন বিষয়ের উপর। ঠিক আছে।

সদর সাহেবা হুযুর আনোয়ারের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন যে, আমরা আহমদী মেয়েরা কি একটি এসোসিয়েশন গঠন করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: মেয়েদের সংখ্যা যদি ৩০-৪০জন হয় তবে গঠন করুন। এরপর তবলীগ সেক্রেটারী বলেন: আজকাল টুইটার এবং বিভিন্ন সোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে তবলীগের প্রচলন দেখা দিয়েছে। হুযুরের কাছে এবিষয়ে দিক-নির্দেশনা নিতে চাই যে, লাজনারা অজ্ঞাত পরিচয়ে একাউন্ট বানিয়ে মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি সুসংহত পদ্ধতিতে দিয়ে থাকে তবে অসুবিধে নেই। কিন্তু টুইটার কিম্বা ওয়াটসআপে নিজেদের ছবি লাগানোর অনুমতি নেই। আপনারা ৫-৬ জন মেয়েদের দল গঠন করুন এবং কেবল তারাই উত্তর দিক। আপনার টুইটার একাউন্টে সকলের প্রবেশাধিকার যেন না থাকে। অন্যেরা যদি আশ্বস্ত হয় তবে পরে আরও বাড়ানো যেতে পারে। যদি অন্যান্য লাজনারা কোথা থেকে জানতে পারে তবে সেই উত্তর দলের কাছে পাঠিয়ে দিন। প্রত্যেকে সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারে না। অযৌক্তিক উত্তর সমস্যায় ফেলে। অনেক সময় আপনারা হয়তো জানবেন না, সেই সময় মুরুব্বী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর দিতে হবে।

তবলীগ সেক্রেটারী আরও দিক-নির্দেশণা গ্রহণের জন্য প্রশ্ন করেন যে, Ja Seus Hijabi প্রকল্প কানাডার লাজনারা সূচনা করেছিল আর এটি সফল হয়েছে। আমরা সুইডেনে এবিষয়ে কাজ আরম্ভ করার কথা ভাবছি। ১লা ফেব্রুয়ারী World Hijab day উদ্‌যাপিত হবে। এর আয়োজন মসজিদের পরিবর্তে কি সেন্টারে করব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: অবশ্যই উদ্‌যাপন করুন। নিজেদের বান্ধবীদেরকে আমন্ত্রণ জানান। প্রত্যেকের কেউ না কেউ বান্ধবী অবশ্যই আছে। সংবাদ মাধ্যমকেও ডেকে নিন। লোকেরা মসজিদকে ভয় পায়? মসজিদ না হলে সেন্টারে এর আয়োজন করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকা উচিত। ১৮ বছরের উর্দ্ধের মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা উচিত। মেয়েদের বান্ধবীদের আমন্ত্রিত করুন।

হুযুর আনোয়ার ইশা'ত সেক্রেটারীকে বলেন: যে বিষয়গুলি লাজনাদের জন্য আবশ্যক সেগুলির অনুবাদ করিয়ে নিন। তরবীয়তের জন্য খলীফাবর্গের তরবীয়ত সংক্রান্ত উদ্ধৃতি সমূহ একত্রিত করে সেগুলির সুইডিশ অনুবাদ প্রকাশ করুন।

হুযুর আনোয়ার নওমোবাইয়াত সেক্রেটারীকে বলেন: নওমোবাইয়াতদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখুন। তরবীয়তের জন্য ছোট খাট জিনিস দিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বার্তা বলুন। তাদের সঙ্গে মিটিং করুন। কাল একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, তিনি অভিযোগ করেন, আমাকে কেউ এখানে রিসিভ করে না। এর প্রতিক্রিয়া সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, তিনি কাউকে নিজের যোগাযোগের ঠিকানা বা নম্বর দেন না। হুযুর আনোয়ার বলেন: তাঁর সঙ্গে যার যোগাযোগ রয়েছে তার মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়ে দিবেন। প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করুন।

হুযুর আনোয়ার খিদমত খালক সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন: বৃদ্ধাশ্রমে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে বৃদ্ধাদের সেবা-যত্ন করবেন যাতে জনসংযোগ বৃদ্ধি পায়।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে হস্তশিল্প ও কারিগরী বিষয়ক সেক্রেটারী নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: তিনি মীনা বাজারের আয়োজন করেন এবং সেখান থেকে ৮৯ হাজার ক্রোনার আয় হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার তাজনীদ সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন: আপনার কাছে যাবতীয় তথ্য ও বিবরণ থাকা উচিত। সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, তাঁর কাছে তথ্য রয়েছে ঠিকই, কিন্তু লোকেরা যখন ঘর বা শহর পরিবর্তন করে তখন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সমস্ত মজলিস নিয়মিত রিপোর্ট দেয়, একথাই তো জানানো হল। যদি একজন মহিলা ঘর পরিবর্তন করে বা এক শহর থেকে অন্য শহরে চলে যায়, আর রিপোর্টে যদি সে কথার উল্লেখ না থাকে, তবে এমন রিপোর্টের লাভ কি? তাই প্রত্যেক মজলিসের পক্ষ থেকে যেন আপনাকে অবগত করা হয়। এটি তো আপনাদের পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি। যেখানে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা রয়েছে সেখানে স্থানীয় সদর অবিলম্বে কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয় যে, অমুক সদস্য এই স্থান থেকে অন্যত্র চলে গেছে। যদি স্থানীয় সদর সক্রিয় থাকে তবে এতে কোন সমস্যা নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এর অর্থ এই যে, আপনার ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং তৃণমূল স্তরে যোগাযোগ নেই। এদেরকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। সদর সাহেবা এদের সক্রিয় করুন।

সদর সাহেবা বলেন, এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা তিনটি নুতন মজলিস গঠন করেছি যাতে সদরদের কাজের সুবিধা হয়। এরফলে ব্যক্তিগত জনসংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আলহামদোলিল্লাহ॥ হুযুর আনোয়ার বলেন, ভাল কথা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন। আমেলাদের দায়িত্ব দিন। ব্যক্তিগত যোগাযোগ বৃদ্ধি করা তাদের দায়িত্ব আর কেন্দ্রীয় স্তরে আপনিও যোগাযোগ রাখতে পারেন। এমনটি হতে পারে না যে, কোন লাজনা সদস্য সক্রিয়, অথচ সে অন্য শহরে যাওয়ার সময় বা নুতন শহরে এসে জামাতের সঙ্গে যোগাযোগ করবে না। যদি কেউ এমনটি না করে তবে কেবল সেই মহিলা একা নয় বরং পুরো পরিবারটিই জামাত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, কেননা, কোন মহিলা একা তো আর অন্যত্র যায় না, গেলে পুরো পরিবার যায়। কিম্বা পদাধিকারীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন ঝগড়া-বিবাদ বা মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যা সে বলতে চায় না। যদি পদাদিকারীরা সঠিক পথে চলে তবে সাধারণ মানুষও সঠিক পথে চলবে। আপনাদের মধ্যে যদি ৯১ শতাংশ খুতবা শোনে, তবে এমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

সদর সাহেবা হুযুর আনোয়ারের কাছে দিক-নির্দেশনা প্রার্থনা করেন যে কিভাবে আমরা যুবতীদেরকে জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করব। আমি যুবতীদের নিয়ে আমেলা গঠন করেছিলাম, কিন্তু এখন কয়েকজনের বিয়ে হয়ে গেছে আর তারা দেশের বাইরে চলে গেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যারা পাকিস্তান থেকে এসেছে, তাদেরকেও নিন যাতে তারা সমন্বিত হয়ে যায় আর ভাষা শিখতে পারে। কিন্তু যারা এখানকার ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্জন করেছে তাদেরকে সহকারীর পদে রাখুন। প্রকাশনার একটি দল গঠন করুন। অনুরূপভাবে জেনারেল সেক্রেটারীকে তবলীগ এবং তরবীয়ত বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করুন।

এইভাবে আপনাদের একটি দ্বিতীয় সারির দল তৈরী হয়ে যাবে।

ইশা'ত সেক্রেটারী বলেন: পূর্বে আমরা প্রবন্ধ পাঠালে তা ছাপা হত, কিন্তু এখন ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে,

পত্রিকাগুলি সেই সব প্রবন্ধ আর ছাপে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদেরকে নিজেদের প্যাটার্ন বদলাতে হবে। আজকাল লোকে পত্রিকায় চিঠি এবং প্রবন্ধ পড়ে। আপনারা ইসলাম সম্পর্কে বেশি কিছু না বলেও প্রবন্ধ লিখতে পারেন। প্রকাশ্য তবলীগ করার পরিবর্তে ইসলাম সম্পর্কে মাঝে মধ্যে দুটি একটি করে শব্দ প্রয়োগ করুন। এভাবে পত্রিকার উপর আপনার এক প্রকার নিয়ন্ত্রণ আসবে। আগে দু-চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দিন। পত্রিকার নিয়ম হল, অনেক সময় তারা ভাল পত্রগুলিকে পুনঃপ্রকাশিত করে। লেটার অব দ্যা ডে', উইক ম্যাথ, এয়ার- ইত্যাদি নামে পত্র ছাপে আর এর পুরস্কারও দেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিভাবে মানুষের কথার উত্তর দিবেন সে সম্পর্কে আপনাদেরকে নিজেদের গতিপ্রকৃতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। খোলাখুলি উত্তর দিবেন না, বরং প্রজ্ঞার সাথে উত্তর দিন। যদি একটি পত্রিকায় একই নাম দুই-চার বার এসে যায় তবে আপনি তাদের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়বেন আর পরে আপনি খোলাখুলি লিখলে তখন তারা আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবে। অনেক সময় সরাসরি এপ্রোচ করার পরিবর্তে পরোক্ষভাবে এপ্রোচ করার নীতি অবলম্বন করতে হয়। আমি লক্ষ্য করেছি যে, বিভিন্ন বিষয়ের উপর যদি তাদের মনঃস্তত্ব অনুযায়ী সঠিক এপ্রোচের সঙ্গে কিছু লেখা হয় তবে তারা সেটি ছাপে।

সেক্রেটারী তালিম বলেন, আমরা একটি কুরআন কমিটি গঠন করেছি যার উদ্দেশ্য হল ১০০ ভাগ উচ্চারণ সঠিক করা এবং অনুবাদ (তফসীর) ইত্যাদি শেখানো। কিভাবে এই কমিটিকে সক্রিয় করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথমে তালিকা তৈরী করুন যে, কে কে পড়তে ইচ্ছুক। মজলিসে প্রত্যেক সদস্যের নামে এই মর্মে চিঠি লেখা হোক যে, আমরা পবিত্র কুরআন মজীদ পড়ানোর প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছি, এতে যারা অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারা নিজেদের নাম লেখান। এই সংখ্যা দুই-চার বা দশজনও হতে পারে। তাদেরকে পড়ানোর মাধ্যমে কাজটি আরম্ভ করুন। তাদেরকে পড়ানো হলে যখন তারা উন্নতি করবে আর তাদের আগ্রহ বাড়বে তখন তারা নিজেদের বান্ধবীদেরকে বলবে আর ক্রমশঃ সংখ্যা বাড়তে থাকবে। প্রথম দিনই একশ শতাংশ ফলাফল আসতে পারে না। যদি সঠিক ব্যবস্থাপনা থাকে এবং ঠিকমত পড়ানো হয়, আর তারা বুঝতেও পারে, তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই ক্লাসের বিস্তার ঘটবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে যারা শিক্ষিতা রয়েছে, যদি বড়রা সহযোগিতা না করে, তবে ১৮, ১৯, কিম্বা ২০ বছরের মেয়েদেরকে সহকারীর পদে রাখুন। প্রত্যেকের সুইডিশ ভাষাও ভালভাবে জানা উচিত।

স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া বিষয় সেক্রেটারী বলেন, আমরা কি চ্যারিটি ওয়াক করতে পারি? দুই-এক জায়গায় লাজানদের চ্যারিটি ওয়াক করিয়েছি। সেগুলি সফল হয় নি। সমস্যা দেখা দেয়। কেননা, চ্যারিটি ওয়াক করতে হলে স্কার্ফ পরে করতে হবে, দুই-এক জায়গায় খুদ্দাম ও আনসাররা করেছিল আর লাজনারা পিছনে ছিল। শেষে লাজনারা নিজেরাই জবাব দেয় যে, আমরা না করলেই ভাল। এখানে আপনাদের সংখ্যা ৩০০। আপনারা আর কি চ্যারিটি ওয়াক করবেন? তবে আনসার ও খুদ্দামদের পক্ষ থেকে যদি জামাতীভাবে চ্যারিটি ওয়াকের আয়োজন করা হয় আর আপনাদেরকে তাতে অংশ গ্রহণ করতে হয় তবে একটি শর্তে- আপনাদের ড্রেস কোডের প্রতি যেন লক্ষ্য থাকে। ড্রেস কোড সঠিক থাকলে অংশগ্রহন করতে পারেন। টি-শার্ট পরে চলে আসবেন- এমনটি হবে না। কোট পরতে পারেন, কিন্তু সেই কোট বা বোরকার উপরে স্কার্ফ থাকা চায়। সাহস থাকলে সাহস দেখান। এখানকার মেয়েদের দুই-চারজন যদি সাহস প্রদর্শন করে, তবে স্থানীয়দের মনের মধ্যেকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দুর হয়ে যাবে। অন্ততঃপক্ষে আমেলার সদস্যারা স্কার্ফ পরে চলে যান। মানুষ একটু-আধটু ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করবে, পরে নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে।

খিদমতে খালক সেক্রেটারী বলেন, আমরা কিভাবে আরও ফান্ড একত্রিত করতে পারি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করুন, অর্থ নিজে থেকেই একত্রিত হবে।

তবলীগ সেক্রেটারী বলেন, আমাদের শুরার একটি সুপারিশ হল রেডিও চ্যানেলে প্রচার করা হোক। কিন্তু এবিষয়ে একটি মজলিস ছাড়া সর্বত্রই সমস্যা রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যদি স্লট না পেয়ে থাকেন তবে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাড়ান এবং জনসংযোগ বৃদ্ধি করুন।

হুযুর বলেন: মিনা বাজারের আয়োজন করে আপনারা যে অর্থ একত্রিত করেছেন তার প্রজেকশনের উপায় বের করুন। খিদমতে খালকের বিভাগ ওল্ড হোমসে গিয়ে তাদেরকে উপহার দিন। স্থানীয় পত্রিকার প্রতিনিধিকে আমন্ত্রন জানান। এটি প্রচারের জন্য নয় বা আমরা এটি লোককে দেখাতে চাইছি না, বরং এলাকার মানুষকে যাতে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কে পরিচিত করানো যায়। মীনা বাজার বা চ্যারিটি ওয়াকের মাধ্যমে আপনারা যে অর্থ একত্রিত করেন তা এখানকার স্থানীয় চ্যারিটিকেও দেওয়া যেতে পারে। এভাবে আপনাদের পরিচয় হবে। চেষ্টা করতে হবে, পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন উপায় অনুসন্ধান করতে হয়। আপনারা যদি মানুষের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগই না রাখেন তবে কিভাবে সুযোগ তৈরী হবে। একবার পত্রিকায় স্থান পেলে সংবাদ মাধ্যম নিজেই আপনার কাছে আসবে। এরপর আপনারা যে অর্থ একত্রিত করেছেন তার কিছু অংশ মসজিদ এবং এবং কিছু অংশ চ্যারিটিতে দিন। মসজিদও তবলীগের মাধ্যম আর এটিও তবলীগ।

নওমোবাইয়াত সেক্রেটারী বলেন, কিছু কিছু নতুন বয়আতকারী ১০ বছর অতিক্রম করেছেন, কিন্তু তারা লাজনাদের মধ্যে সমন্বিত হতে পারে নি। অনুরূপভাবে যেসকল সদস্যারা ইংরেজি বা সুইডিশ জানে না, যারা রাশিয়ান বলে, তাদের জন্য আমরা স্কাইপের মাধ্যমে অনুবাদের ব্যবস্থা রেখেছি। এক বোন জানায় যে সে নামায জানে না আর আরবী শিখতে পারছে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি তরবীয়ত হয়ে থাকে আর মূলস্রোতে মিশে যায় তবে ঠিক আছে। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। তাঁকে বলুন যে, এখন আপনারা আর নওমোবাইয়াত নন। কিন্তু তাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী পাঠক্রম থাকা বাঞ্ছনীয়। এরা এই কারণে সমন্বিত হচ্ছে না কারণ আপনারা যখন একসঙ্গে বসে কথাবার্তা বলেন, তখন উর্দু ব্যবহার করেন। এই নিয়ে তাদের অভিযোগ রয়েছে। নিজেদের অনুষ্ঠানগুলি উর্দু কিম্বা সুইডিশ ভাষায় করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: রাশিয়ানদের সঙ্গে লন্ডনের রাশিয়ান ডেস্কের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিন। তারা এদের বিষয়টি বুঝে নিবে। অনুরূপভাবে ফার্সি ও আরবী ভাষীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আর যে নামায জানে না তাকে বলুন অন্ততপক্ষে সুরা ফাতেহা শিখে নিতে। কেননা, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা ফাতিহা ব্যতিরেকে নামায হয় না। তাই সুরা ফাতিহা শিখে নিন এবং এর অনুবাদ মুখস্ত করিয়ে দিন। আর বাকি যা পড়তে চায় তা নিজের ভাষায় পড়ে নিবে।

সেক্রেটারী মাল বলেন, কিছু সদস্যা রয়েছেন যারা উপার্জন করেন, কিন্তু সঠিক হারে চাঁদা দেন না। এ বিষয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণীয়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনার কাজ হল তার দৃষ্টি আকর্ষন করা, কোন জোর নেই, আর এটি কোন ট্যাক্সও নয়। চাঁদা হল আর্থিক কুরবানীর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং বলা যে আর্থিক কুরবানী করুন। তারা যখন উপলব্ধি করবে যে, আমরা চাঁদা দিচ্ছি না এবং অন্যায় করছি- তাদের মধ্যে এই চেতনাবোধ সৃষ্টি হওয়াই যথেষ্ট। তরবীয়ত বিভাগ যদি সক্রিয় হয়ে যায় আর তাদের যদি সঠিকভাবে তরবীয়ত হয় তবে তারা নিজে থেকেই চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করবে। তাদের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করবেন না, কেবল স্মরণ করিয়ে দিবেন। যতটুকু দেয় তাই ঠিক আছে। তবে যারা সঠিকহারে চাঁদা দেয় না বা একেবারেই দেয় না তারা কোন পদে আসতে পারতে পারে না।

এরপর আমেলার সদস্যারা কিছু সাধারণ প্রশ্ন করার অনুমতি পান যেগুলির উত্তর হুযুর সহৃদয়তাপূর্বক দান করেন।

আমেলার এক সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, এখানে সুইডেনে কার্ড সিস্টেম খুব বেশি উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে আর নগদ লেনদেন বন্ধ করে দিতে চাইছে। যদি পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায় তখন কি করণীয়? নগদ অর্থ কি কোথাও সঞ্চিত রাখব যেখানে নিরাপদ থাকতে পারে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: নিজের হাতে নগদ রাখুন বা ব্যাঙ্কে রাখুন, সেখানে নিরাপদ থাকবে।

এক সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, কোন আমীর বা মুরুব্বী যখন মসজিদের চাঁদার জন্য আহ্বান করেন, তখন কি ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ নিয়ে চাঁদা দেওয়া যেতে পারে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি মনে করি না এটি ভাল। যদি জামাতী ভাবে জামাত নিজের সম্পর্কের কারণে কিছুটা ক্রেডিট নিয়ে থাকে তবে তা শীঘ্রই

সেটির এডজাস্টমেন্ট হয়ে যায়। কিন্তু আপনি ব্যক্তিগতভাবে নিলে তা ঠিক হবে না। হ্যাঁ, ব্যাংকে যদি অনেক টাকা থাকে আর তা থেকে সুদ পাওয়া যাচ্ছে তবে আপনি তা ইসলাম প্রসারের কাজে দিতে পারেন। কেউ যদি সুদে কোন ঋণ নিয়ে চাঁদা দেওয়ার আহ্বান করে তবে আমাকে লিখিত জানান আর সেই ব্যক্তিকে বলুন আমাকে কেন্দ্রের নির্দেশ দেখান।

সেই আমেলা সদস্যা স্পষ্টীকরণ দিয়ে বলেন, এমন কোন আহ্বান করা হয় নি। হুযুর আনোয়ার বলেন, কুরবানী সেটিই যা নিজের উপর কষ্ট করে করতে পারেন, সুদের ঋণ নিয়ে কুরবানী করতে বলা হয় নি।

আরও এক সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, স্বামী-স্ত্রী যদি যৌথভাবে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ি কেনার পর স্ত্রী যদি ওসিয়্যত করতে চায় আর স্বামী ঋণ থাকার কারণে যদি সম্মত না হয়, তবে এমন পরিস্থিতিতে কি করণীয়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: সর্বত্রই ঋণ নিয়ে বা মোরগেজ রেখে বাড়ি নেওয়া হয় এবং বছর বছর তা পরিশোধ হতে থাকে। প্রতি মাসে এর কিস্তি থাকে। ওসিয়্যত করতে চাইলে সেই বাড়িটি সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সেটির সম্পত্তির অংশ দিতে হয় তবে যতটুকু সম্পত্তির ঋণ পরিশোধ হয়েছে সেই অংশের 'হিস্সা জায়েদাদ' প্রদান করতে পারেন। সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করে ৫ বছর পর্যন্ত তার 'হিস্সা জায়েদাদ' দিতে থাকুন। আর এটিও না হলে যতটুক মোরগেজ পরিশোধ হয়েছে সেই অংশের ওসীয়্যত করুন। কেউ যদি মোরগেজ ঋণ পরিশোধের পূর্বেই মারা যায় তবে যতটুকু মোরগেজ ঋণ পরিশোধ হয়েছে সেটুকুই আপনার সম্পত্তি বলে গণ্য হবে, অবশিষ্ট যা থাকবে তা ব্যাংকের সম্পত্তি। ওসীয়্যত বিভাগ কেবল সেই অংশটুকুকে 'হিস্সা জায়েদাদ' বলে গণ্য করবে যতটুকুর মোরগেজ ঋণ পরিশোধ হয়েছে। আর স্বামী যদি বলে ওসীয়্যত করবে না, তবে পরিবারে বিবাদের জন্ম না দেওয়াই কাম্য। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার না থাকলে বিষয়টি তাদের হাতেই ছেড়ে দিন। লড়াই করার পরিবর্তে আগে পরিবারে মধ্যে শান্তি ও বোঝাপড়া তৈরী করুন।

এক সদস্যা প্রশ্ন করেন, এখানে সিরিয়া থেকে মানুষ আসছেন। তাদের শিশুদের adopt করার একটি বিকল্প রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকেও এর অনুমতি রয়েছে। আহমদী পরিবার কি এমনটি করতে পারে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যদি সরকরের পক্ষ থেকে অনুমতি থাকে তবে করতে পারেন। কিন্তু এর পর কি পিতা-মাতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে? সম্পূর্ণ অধিকার কার কাছে সুরক্ষিত থাকবে? সরকারের দায়িত্ব কি হবে এবং আপনার দায়িত্ব কি হবে? সর্বপ্রথম এই সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনের বিষয়ে জানুন। তার পর কোন পদক্ষেপ নিন। এডপ্ট করতে কোন অসুবিধা নেই।

লাজনার ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে হুযুরের বৈঠক সাড়ে সাতটায় সমাপ্ত হয়।

সুইডেনের মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে হুযুরের বৈঠক

সন্ধ্যা ৬:৩০টায় বৈঠক আরম্ভ হয়। হুযুর দোয়া করানোর পর মোতামেদ হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমাদের চারটি মজলিস রয়েছে যারা প্রত্যেকেই নিজেদের মাসিক রিপোর্ট পাঠায়। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি ফাইল তৈরী করে সদর সাহেবের সামনে উপস্থাপন করি।

হুযুর জিজ্ঞাসা করেন যে, মুহতামিমগণ কি নিজ নিজ বিভাগের রিপোর্টে মন্তব্য লিখে মজলিসে ফেরত পাঠায়? মোতামেদ সাহেব বলেন, দুই-একজন মহতামিম পাঠান। হুযুর বলেন, প্রত্যেকের মুহতামিমের উচিত নিজ নিজ বিভাগের রিপোর্টের উপর মন্তব্য লিখে মজলিসগুলিতে ফেরত পাঠানো। সপ্তাহে একবার, মাসে দুইবার এসে নিজ নিজ বিভাগের রিপোর্ট দেখে যাবেন এবং সেগুলির উপর মন্তব্য লিখে বিভাগের নাযিমদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন।

মুহতামিম আমুরে তোলাবা (শিক্ষার্থীদের জন্য নিযুক্ত ব্যবস্থাপক) কে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, ইউনিভার্সিটি এবং কলেজে পাঠরত ছাত্রদের সংখ্যা কত? মজলিসগুলি থেকে জানুন যে, কতজন ছাত্র ইউনিভার্সিটি এবং কলেজে পড়ছে। সেই সমস্ত ছাত্রদের সঙ্গে আপনার সরাসরি যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। ছাত্রদের একটি সংগঠন গঠন করুন। তাদের সেমিনারের আয়োজন করুন। এইভাবে তারা সংঘবদ্ধ থাকবে আর খুদ্দামদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

মুহতামিম মাল (অর্থ বিষয়ক ব্যবস্থাপক) কে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, কতজন খুদ্দাম মজলিসের চাঁদা দান করে। এর উত্তরে মুহতামিম সাহেব বলেন, ২২২ জন খুদ্দাম চাঁদা দেয় আর আমাদের বাজেট ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ক্রোনার। আমাদের খুদ্দামদের মাথাপিছু চাঁদার হার হল ৮০ ক্রোনার। ইজতেমার চাঁদা হল ১৬ ক্রোনার। গত বছরের ইজতেমায় ২০ হাজার ক্রোনার খরচ হয়েছিল।

মুহতামিম তাজনীদ নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, খুদ্দামদের সংখ্যা ২৪৬জন।

মুহতামিম ইশা'ত বলেন, আমরা খুদ্দামদের পত্রিকা প্রকাশ করেছি। এটি সুইডিশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকার নাম 'চমকতা হুয়া সিতারা' (উজ্জ্বল নক্ষত্র)। ১৯৯৫ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) এর মঞ্জুরী প্রদান করেছিলেন। এখন এবছর এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, ২১ বছর পর দ্বিতীয় সংখ্যা বের হল, এই হিসেবে তৃতীয় সংখ্যা ২০৩৭ সালে বের হবে। বছরে অন্তত দুই-তিনটি সংখ্যা বের করুন।

হুযুর আনোয়ার পত্রিকার বিষয়াদি এবং প্রবন্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে এগুলি কে প্রস্তুত করে? এর দায়িত্বে কে রয়েছে আর মঞ্জুরী কে দেয়? হুযুর আনোয়ার বলেন, যথারীতি ইশা'ত কমিটির পক্ষ থেকে এর মঞ্জুরী থাকা উচিত কিম্বা যে মুরুব্বী সাহেব চেক করেন তাঁর পক্ষ থেকে লিখিত থাকা উচিত যে, আমি চেক করে নিয়েছি, পড়েছি আর এটি ঠিক আছে। বিষয়বস্তু এবং ভাষা উভয় দিক থেকেই ঠিক আছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: স্টকহোমের মুবাল্লিগ সিলসিলা কাশিফ ওয়ারক সাহেবকে দেখিয়ে নিবেন এবং তাঁর কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে নিবেন। তিনি আপনাদেরকে লিখে দিবেন যে, আমি পড়ে নিয়েছি আর এখন এটি প্রকাশিত হতে পারে। অনুরূপভাবে আমাকেও লিখে পাঠাবেন যে, পত্রিকায় এই এই বিষয়বস্তু রয়েছে আর আমি এটি পড়ে নিয়েছি। এর মধ্যে যে বিষয়বস্তু রয়েছে তা সব ঠিক এবং ছাপার যোগ্য। এইভাবে যথারীতি চেক হওয়ার পর যেন প্রকাশিত হয়।

মুহতামিম সেহত ও জিসমানী (স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া বিভাগ) নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, খুদ্দামরা সপ্তাহে একবার ফুটবল খেলে। হুযুর আনোয়ার বলেন, এখন তো মালমোতে স্পোর্টস হলও তৈরী হয়ে গেছে। সেখানে খেলাধূলার প্রোগ্রাম করুন। এখানে গোথানবার্গেও দেখুন যাতে খুদ্দামরা যাওয়া আসা করে এবং কোন খেলাধূলার আয়োজন হয়।

মুহতামিম ওয়াকারে আমল নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, আমরা মসজিদে ওয়াকারে আমল করে থাকি। অনুরূপভাবে নতুন বছরের শুরুতে সড়কে সাফাই অভিযান চালাই। হুযুর আনোয়ার বলেন, এখন মালমোতে মসজিদ তৈরী হয়ে গেছে। স্টকহোমেও সেন্টার রয়েছে। এমন এক ওয়াকারে আমল এবং যুবকদের নিয়ে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করুন যা চোখে পড়ার মত হবে আর এর প্রজেকশন হওয়া উচিত যাতে তবলীগের জন্য রাস্তা উন্মোচিত হয়।

হিসাব রক্ষক নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, আমি নিয়মিত হিসাব করি। প্রথম ত্রৈমাসিক হিসাব সম্পূর্ণ করে নিয়েছি।

মুহতামিম আমুমী নিজের রিপোর্ট উপস্থান করে বলেন, জুমা, ইজলাস এবং জলসা সময় যথারীতি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। অনুরূপভাবে ক্যামেরাও লাগানো হয়েছে। রাত্রিবেলায় যথারীতি তদারকি করা হয় এবং লক্ষ্য রাখা হয়। সেই খুদ্দামদের পাঁচটি দল বিভিন্ন ডিউটিতে নিয়োজিত থাকে।

মুহতামিম আতফাল হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সুইডেনে আতফালের সংখ্যা ৫৮জন। যাদের মধ্যে ৪৯ জন সক্রিয় এবং তারা নিয়মিত তরবীয়তি অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করে, চাঁদা দেয়, নামায জানে আর সূরা ফাতেহা তো প্রত্যেকেই জানে। প্রতি সপ্তাহে ক্লাস হচ্ছে। আতফালদের নাযিমগণ ক্লাস নেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের তরবীয়তি ক্লাসগুলি নিয়মিত হওয়া উচিত এবং ক্লাসে পড়ানো সময় আতফালদের পাঠক্রম অনুসরণ করুন। আতফালদের ইজলাসে মুরুব্বীদেরকেও কাজে লাগান।

মুহতামিম তবলীগ হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, গত বছর নভেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত খুদ্দামুল আহমদীয়ার মাধ্যমে কোন বয়আত হয় নি আর গত তিন বছরে খুদ্দামদের দ্বারা কতজন আহমদীয় হয়েছেন সে সম্পর্কে জানা নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ব্যক্তিগতভাবেও চেষ্টা করুন আর এখন কাজও করুন, কিছু করে দেখান। কেবল পরিকল্পনাই করতে থাকবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে অনেকে শরণার্থীও এসেছে যারা বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ক্যাম্পে যেতে হবে। সেই সব শরণার্থীদের মধ্যে যারা আহমদী রয়েছেন তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) মুহতামিম তালীম (শিক্ষা বিভাগ) কে নির্দেশ দিয়ে বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী যেগুলির সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, সেগুলিকে খুদ্দামদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমেলাদের মধ্যে কিছু সদস্য উর্দু পড়তে পারে না। তারা উর্দু পুস্তক কিভাবে পড়বে। সেই কারণে সেই সব পুস্তক রাখুন যেগুলির অনুবাদ হয়ে গেছে যাতে সমস্ত খুদ্দাম এর অধ্যয়ন করতে পারে।

মুহতামিম তরবীয়ত হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, প্রতি সপ্তাহে গোথানবার্গে আমাদের তরবীয়তি ক্লাস হয়। ১২ থেকে ১৫ জন খুদ্দাম এতে অংশগ্রহণ করে। স্টকহোমেও আট-দশ জন খুদ্দাম ক্লাসে অংশগ্রহণ করে। মালমোতেও ক্লাসের আয়োজন করা হচ্ছে। হুযুর আনোয়ার বলেন: তরবীয়তি ক্লাসগুলিতে খুদ্দামদের উপস্থিতি বৃদ্ধি করুন। তাদের উপর চাপ দিন এবং পিছনে লেগে থাকুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের মজলিসে শুরায় যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেগুলি কতদূর বাস্তবায়িত করা যায় সে সম্পর্কে সমীক্ষা করতে থাকুন।

হুযুর আনোয়ারের সমীপে রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয় যে, ২৪৬জন খুদ্দাম সক্রিয় রয়েছেন। হুযুর বলেন, যারা সক্রিয় তাদের মধ্যে কতজন এম.টি.এ-তে নিয়মিত খুতবা শোনে? হুযুর বলেন: আপনি ব্যক্তিগত পর্যালোচনা ফর্ম তৈরী করেছেন? খুদ্দামদেরকে এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করুন। এবিষয়টিরও জরিপ করুন যে, কতজন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে এবং সেন্টার যায় এমন কতজন খুদ্দাম রয়েছে? এবিষয়টির উপর মনোনিবেশ করুন।

কুরআন করীমের উপর ঈমান আনার পর নামায কায়েম করার কথা উল্লেখ রয়েছে। কুরআন পড়লে তবেই ভাল তরবীয়ত হবে। আর তরবীয়ত ভাল হলে সেক্রেটারী মালের কাজও সহজ হয়ে যাবে আর এরা নিজে থেকে চাঁদা দিবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনি খুদ্দামদেরকে এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করুন। আমরা বছরে এম.টি.এর জন্য ১০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করে থাকি। এটি এজন্যই যে, আপনারা যেন এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং আপনাদের তরবীয়তের উপকরণ সৃষ্টি হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কতজন আছেন যারা নিয়মিত সপ্তাহে চারদিন বা তিনদিন বা দুইদিন এম.টি.এ দেখেন? আপনি খুদ্দামদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করলে তারা আকৃষ্ট হবে। হুযুর আনোয়ার মুহতামিম তরবীয়তকে বলেন: এখানে কাজ করে দেখান।

মুহতামিম তাহরিক জাদীদকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন: যে সমস্ত খুদ্দাম তাহরিক জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করে আপনার কাছে তাদের রেকর্ড থাকা উচিত।

মুহতামিম খিদমতে খালক হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, আমরা চ্যারিটির জন্য অর্থ সংগ্রহ করে থাকি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: "Old People's Home" যাবেন। তাদেরকে দেখতে যাওয়ার প্রোগ্রাম তৈরী করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, এখানে কি এশিয়ানদের রক্ত নেওয়া হয়। হুযুর আনোয়ারের কাছে রিপোর্ট পেশ করা হয় যে, তিন বছর সুইডেনে বসবাস করার পর রক্ত নেয়। হুযুর আনোয়ার বলেন: রক্তদানের কর্মসূচিও রাখুন। পুরো বছরের কর্মসূচি তৈরী করুন এবং তা বাস্তবায়িত করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা না থাকবে আপনি অভিপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তরবীয়তের বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তরবীয়তের দিকে খুব বেশি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বারো তেরো বছর বয়সের আতফালরা খুব বেশি সক্রিয় থাকে। চৌদ্দ-পনেরো বছরে তারা অলস হয়ে যায়। এরপর যখন তারা খুদ্দামুল আহমদীয়ায় প্রবেশ করে তখন তাদের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মুহতামিম যদি সক্রিয় হয় তবে মজলিসগুলি থেকে নিজের নিজের বিভাগের কার্যকলাপের রিপোর্ট সংগ্রহ করুন। ..... মুহাতামিমীন এবং সদর সাহেবের মাধ্যমে পত্র লেখান। তাদেরকে বোঝান এবং তাগিদ করুন যে নিজের নিজের কাজের রিপোর্ট পাঠান। যে সমস্ত নাযেমগণ ফাঁকা ফর্ম পাঠান আর কোন কাজ করেন না, তাদেরকে সদর সাহেবের পক্ষ থেকে লিখুন যে, আপনার ফাঁকা ফর্ম পেয়েছি। আপনি কোন কাজ করেন নি। আশা করি নিজের ফাঁকা ফর্ম দেখে লজ্জিত হবেন এবং পরের মাসে কাজ করবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) পত্রিকা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনাদের পত্রিকা ওয়েবসাইটে আপলোড করুন এবং ঘোষণা করে দিন যে, আমরা প্রতি বছর ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করব, এই উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রবন্ধ লিখে পাঠান।

মজলিসগুলিতে নাযিম ইশা'ত রয়েছেন, তাদেরকের বলুন নিজেদের খুদ্দামদেরকে সক্রিয় করে তুলতে। অনুরূপভাবে ছাত্রসংগঠনকেও বলুন যে, তারা যেন সক্রিয় হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। খুদ্দামদেরকে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি সম্পর্কে অবগত করুন এবং সেগুলির উত্তর কি হতে পারে তা জানতে চান। কিছু বিষয়ের খোলাখুলি উত্তর দেওয়া যেতে পারে না; কিন্তু সাধারণভাবে উত্তর দেওয়া যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রবন্ধের সূচনা করুন কুরআন করীমের আয়াত, অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এরপর কোন হাদীস উপস্থাপন করুন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি লিখুন এবং খুতবাসমূহ থেকে বিভিন্ন পয়েন্ট লিখুন। এছাড়াও তরবীয়তের দিকটির উপরও প্রবন্ধ লিখুন। আপনি খুদ্দামদের মধ্যে আগ্রহ তৈরী করলে খুদ্দামরাও প্রবন্ধ লিখবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, রিভিউ অফ রিলিজিয়নস পত্রিকার জন্যও প্রবন্ধ আসত না। আমি তাদের বোর্ড পরিবর্তন করে দিয়েছি। তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে দিয়েছি এবং সেখানে একজন মুরুব্বী সিলসিলাকে নিযুক্ত করেছি। এখন সেখানে চার-পাঁচ মাসের জন্য বিষয় ও প্রবন্ধ একত্রিত হয়েছে স্তুপ হয়ে আছে। যুবকরাও প্রবন্ধ লেখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: রিভিউ অফ রিলিজিয়নস' পত্রিকা নিয়মিত পড়বেন। এতে আপনাদের রুচির প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। এখন স্টকহোমের ঠিকানাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা উল্লেখ হওয়ায় হুযুর আনোয়ার বলেন, আর্থিক কুরবানী খোদা তা'লার আদেশ। চাঁদা দেওয়া হয় খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। চাঁদা কোনওভাবেই কোন ট্যাক্স বা কর নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা নিজেদের ইজতেমাতে খুদ্দামদের একটি প্রশ্নোত্তর অধিবেশন রাখুন। মুবাল্লিগ সিলসিলা কাশিফ মাহমুদ ওয়ারক সাহেব এই প্রশ্ন গুলির উত্তর দিবেন। খুদ্দামদেরকে বলুন যে, চাঁদা সংক্রান্ত যা কিছু মনে প্রশ্ন আছে জিজ্ঞাসা করুন। অনুরূপভাবে তাদেরকে বলুন যে, চাঁদা কেন জরুরী। এর গুরুত্ব কি এবং বিভিন্ন চাঁদা কি কারণে নেওয়া হয়। এরফলে খুদ্দামরা আশ্বস্ত হবে আর চাঁদা দেওয়ার প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যুক্তরাজ্যে খুদ্দামদের ইজতেমায় এমনই একটি প্রশ্নোত্তর অধিবেশন ছিল। যুক্তরাজ্যের জামেয়ার সিনিয়র ছাত্রদের নিয়ে গঠিত একটি প্যানেল খুদ্দামদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছিল এবং চাঁদার গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেছিল। যে সমস্ত খুদ্দামরা চাঁদা প্রদানে অলস ছিল তারা সার্বিকভাবে আশ্বস্ত হয় এবং কিছু খুদ্দাম নিজে সেক্রেটারী মালের কাছে গিয়ে চাঁদা দিয়ে আসে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখন উপায় আপনাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। আমি একটি পদ্ধতি বললাম।

মুহতামিম আতফাল এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রার্থনা করেন যে, যে সমস্ত গোটা পরিবার পিছিয়ে পড়েছে, তাদের আতফালদেরকে কিভাবে কাছে নিয়ে আসব?

হুযুর আনোয়ার এর উত্তরে বলেন: আপনাদের সদর খুদ্দামের মাধ্যমে আমীর সাহেবকে লিখুন। মুবাল্লিগ ইনচার্জকে লিখুন। এছাড়াও মাতাপিতাকে ব্যক্তিগতভাবে বোঝাতে পারেন এবং তাদের বলুন যে, পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে যদি আপনার কোন অভিযোগ থাকে তবে কেন নিজের সন্তান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে নষ্ট করছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রত্যেক পদাধিকারীর প্রত্যেক স্তরে কাজ হল এমন মানুষদেরকে কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করা। সব সময় মাথায় রাখবেন যে, কাউকে দূরে সরিয়ে দেওয়া সহজ কাজ, কিন্তু কাউকে কাছে নিয়ে আসা খুব কঠিন কাজ।

এক যুবকের ক্ষমাপ্রাপ্তি সংক্রান্ত

বিষয়ের উল্লেখ হয় আর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে রিপোর্ট পেশ হয় যে, সে নিজে নিয়মিত ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য লেখে না। হুযুর আনোয়ার বলেন, যে শাস্তি পেয়েছে, যদি সে নিজের কথা এবং কাজের দ্বারা একথা প্রকাশ করে যে, এ নিয়ে আমি পরোয়া করি না, তবে এর দ্বারা ব্যবস্থাপনার সম্মান ও মর্যাদা হানি হয়। ক্ষমার জন্য চিঠি তো লিখুক। আর যতদূর তার আহমদী হওয়ার সম্পর্ক, আমরা তার হৃদয় থেকে আহমদীয়াতকে মুছে ফেলতে পারি না। যদি কোন অ-আহমদী মেয়ের সঙ্গে বিয়ের বিষয় হয়, তবে যে যথারীতি অনুমতি নিয়ে বিয়ে করে তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হবে না। শাস্তি এই কারণে দেওয়া হয় যে, নিকাহর ঘোষণা করে অ-আহমদী মৌলবী আর এইভাবে সে অ-আহমদী মৌলবীকে নিজের ইমাম স্বীকার করে যে কিনা হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর ইমামতকে অস্বীকার করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বিয়ের পর অনেক সময় মেয়ে বয়আত করে নেয়, কিন্তু স্বামী শাস্তির অধীনে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সুইডেনের মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া সদর যেন যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করেন এবং খুদ্দাম বিভাগের ইনচার্জের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর কাছ থেকে জেনে নেন যে, কিভাবে নিজের কাজ ও কর্মসূচিকে উন্নত করা যেতে পারে এবং বেশি সক্রিয় করা যেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার পদাধিকারীদের সম্বোধন করে বলেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরী হয়। কেবল মেসেজ পাঠালেই কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী হয় না। হুযুর আনোয়ার খুদ্দামদের সদর সাহেবকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনি ছুটির দিনগুলিতে নিজের মজলিসগুলি পরিদর্শন করুন। আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক মজলিসগুলির সঙ্গে তৈরী হওয়া চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী না হয়, খুদ্দামদের সঠিক তরবীয়ত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত মুহতামিমীনগণ নিয়মিত নিজেদের মজলিস পরিদর্শন করবেন।

হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে খুদ্দামদের মজলিসে আমেলার এই বৈঠক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সমাপ্ত হয়।

২২ শে মে, ২০১৬

সুইডেনের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা আনসারুল্লাহ্‌র সঙ্গে হুযুর আনেয়ার (আই.)-এর বৈঠক।

দোয়ার মাধ্যমে বৈঠক আরম্ভ হয়। এরপর কায়েদ আমুমী হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সুইডেনে আনসারদের সংখ্যা ১৪৫জন আর আমাদের তিনটি মজলিস রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, লোলিওতে চারজন আনসার রয়েছেন, সেখানেও মজলিস গঠন করুন। এছাড়া কালমার-এও আপনাদের মজলিস গঠিত হওয়া উচিত। হুযুর আনোয়ার সদর সাহেবকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আনসারদের মজলিসগুলি পরিদর্শনে যাবেন। সব জায়গায় যাবেন। কোথাও যদি কেউ এমন থাকে যারা চাঁদা দেয় না, তবে তাদেরকে চাঁদা দিতে বলুন। একবার বললে বা একবার সেখানে গেলে হবে না, বরং বার বার বলার নির্দেশ রয়েছে।

কায়েদ আমুমী বলেন, দুটি মজলিস রিপোর্ট দেয় এবং একটি দেয় না। হুযুর বলেন, যে রিপোর্ট দেয় না তার কাছ থেকে রিপোর্ট নিন। আর যেখানে মজলিস গঠন হয় নি সেখানে গঠন করুন।

নায়েব সদর (দ্বিতীয় সারি) বলেন, দ্বিতীয় সারির আনসারদের সংখ্যা আমি জানি না। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের নিজেদের কর্মসূচি তৈরী করা উচিত। আপনাদের ছোট্ট জামাত, অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত। দশ-এগারো মানুষকেও সামলানো যাচ্ছে না?

আমীন এবং হিসাবরক্ষক নিজেদের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, সব কিছুর হিসেব রাখা হয়।

কায়েদ ইশা'ত সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন, তিনি এগারো মাস দুবাইয়ে থাকেন। তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে কায়েদ ইশা'ত করুন। হুযুর এও বলেন, তিনি নিজের চাঁদা যে সুইডেনে দেন, সে বিষয়ের সিদ্ধান্ত তিনি নিজে নিবেন না, মরকয সিদ্ধান্ত নিবে যে, তিনি নিজের চাঁদা দুবাইয়ে দিবেন নাকি এখানে সুইডেনে।

কায়েদ তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযিকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি সমেত আমেলার কতজন সদস্য ওয়াকফে আরযী করেছেন? কায়েদ সাহেব বলেন, এই যে বলা হয়েছে যে, মসজিদের কাজের জন্য নিয়মিত গেছেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, মসজিদে তো ওয়াকারে আমলের জন্য গেছেন। এটি তো ওয়াকফে আরযী নয়। হুযুর আনোয়ার বলেন: কালমারে-এর ওয়াকফে আরযী করুন। নামাযের প্রতি, কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি এবং চাঁদার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করুন এবং তাদের তরবীয়ত করুন। সেখানে গিয়ে থাকুন এবং তরবীয়তের কাজ করুন। এটিই ওয়াকফে আরযী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অন্যের কাজ নিজের হিসেবের মধ্যে ফেলবেন না। ওয়াকফে আরযীর কর্মসূচী তৈরী করুন এবং সবার প্রথমে আমেলা সদস্যরা যেন ওয়াকফে আরযী করে।

কায়েদ তাজনীদ নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, আনসারদের সংখ্যা ১৫১জন। হুযুর আনোয়ার (আই.) যে নিজেকে আহমদী বলে তাকে তাজনীদের অন্তর্ভুক্ত করুন, সে চাঁদা দিক না বা না দিক। অনুরূপভাবে যারা দূরে সরে গেছে তাদেরকে আরও বেশি সক্রিয় করে তুলুন। ১৫১ জন আনসার তো একটি মহল্লার মজলিসে থাকে। আপনি প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখতে পারেন। তাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন এবং সম্পর্ক তৈরী করুন। যয়ীমদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনার তাজনীদ সম্পূর্ণ করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছিলেন, চল্লিশ বছর পর্যন্ত একজন খাদিম অত্যন্ত স্ফূর্তিবান থাকে, কিন্তু পরের বছর আনসারে পদার্পণ করা মাত্রই জানি না কি হয়, তারা অলস হয়ে যায়। আর তিনি একথা এজন্য বলেছিলেন যাতে আপনারা আনসারে প্রবেশ করেও অত্যন্ত সক্রিয় থাকেন।

কায়েদ তালিমুল কুরআন বলেন, ১২৫জন আনসারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে তিন জন দেখে কুরআন পড়তে পারে না। হুযুর আনোয়ার বলেন: যয়ীমদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলুন এবং সকলের বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখুন। আনসারদের মধ্যে ওয়াকফে আরযীর অভ্যাস তৈরী করুন। আর যারা কুরআন পড়তে জানে না, তাদেরকে শেখান।

হুযুর আনোয়ার বলেন: রাবোয়াতে আনসাররা এই কর্মসূচি আরম্ভ করেছিল যে, যারা কুরআন পড়তে জানে না তাদেরকে শেখানো হবে। বয়স্কদের শেখানো হয় এবং সেখানে আশি বছরের আনসারও আমীন করেছে।

কায়েদ তরবীয়তকে সম্বোধন করে হুযুর আনোয়ার বলেন: তরবীয়তের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে তরবীয়ত হলে আপনাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে। তিন-চার মাস হয়েছে আপনার কাজ আরম্ভ করা আর এখনও কোনও কাজ হয় নি। তিন-চার মাসে বিশ্ব-বিজয় হয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের তিন মাসের কর্মসূচি তৈরী করুন এবং নিজেদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করুন। প্রত্যেক তিন মাসের কর্মসূচি তৈরী করে লক্ষ্য অর্জন করুন। আনসারদের সঙ্গে এম.টি.এর সম্পর্ক তৈরী করুন। নিয়মিত জুমার খুতবা শুনুন। পরিবাদের সদস্যদেরকেও শোনান। নামায এবং কুরআন করীমের তিলাওয়াতের দিকে মনোযোগ দিন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেখানে দু-চারটি পরিবার রয়েছে সেখানে বা-জামাত নামায পড়ুন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং খলীফাগণের উদ্ধৃতি বের করে আনসারদেরকে পাঠান, কেউ না কেউ তো পড়বে।

কায়েদ তরবীয়ত নওমোবাঈনকে হুযুর আনোয়ার সম্বোধন করে বলেন নওমোবাঈনদের তরবীয়তের জন্য নওমোবা থাকা উচিত। হুযুর আনোয়ার বলেন, গত তিন বছরের যারা নওমোবাঈন রয়েছেন তারা যদি জামাতের মূলস্রোতের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে তবে তা তরবীয়ত বিভাগের দূর্বলতা এবং অলসতা। যেগুলি সক্রিয় মজলিস তারা তিন বছরের মধ্যে নওমোবাঈনদের তরবীয়ত করে তাদের জামাতের মূলস্রোতে নিয়ে আসে।

হুযুর আনোয়ার কায়েদ তরবীয়ত নওমোবাঈনকে সম্বোধন করে বলেন: আপনি কেবল গোথনবার্গের তরবীয়ত কায়েদ নন, বরং গোটা সুইডেনের নওমোবাঈনদের কায়েদ তরবীয়ত। তাই সারা দেশের নওমোবাঈনদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ থাকা উচিত।

কায়েদ ইসার বিভাগ নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: এখনও কাজ আরম্ভ করি নি। হুযুর বলেন: Old People's Home যাবেন এবং সেখানে বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। খিদমতে খালকের কাজ গুলির প্রজেকশন করুন। বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ করুন। সেই উপলক্ষ্যে এলাকার সাংসদ এবং মেয়রদের আমন্ত্রিত করুন। সংবাদ মাধ্যমও আমন্ত্রিত হোক। স্থানীয় পত্রিকা সংবাদ প্রকাশ করলে এর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের পথ প্রশস্ত হবে। নিজেদের প্রজেকশনের জন্য নয়, বরং তবলীগের পথ উন্মোচিত করার জন্য মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশিত হওয়া জরুরী। (ক্রমশঃ.....)

জুমআর খুতবা

হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ আনসারী এবং হযরত হাতিব বিন আবি বালতাহ রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম-এর জীবন চরিত এবং বিভিন্ন আঙ্গিকের বিষয়ে ঈমান উদ্দীপক ঘটনা।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এই সাহাবাদের উচ্চ পর্যায়ের গুণাবলীর ধারক ও বাহকে পরিণত করুন এবং তাঁদের পদমর্যাদার ক্রমোন্নতি ঘটান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত** ২৭ শে জুলাই, ২০১৮ **এর জুমুআর খুতবা (২৭ ওফা, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূ র আনোয়ার (আই.) বলেন: সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আজকে আমি দু'জন সাহাবীর কথা উল্লেখ করব। প্রথমজন হলেন হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ আনসারী (রা.)। তিনি বনু জাহজাবা গোত্রের সদস্য ছিলেন। হিজরত করে মদীনায় আসার পর রসূলে করীম (সা.) হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ (রা.) এবং হযরত তোফায়েল বিন হারেস (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। (আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৮)হযরত যুবায়ের বিন আল আউওয়াম (রা.), হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ এবং হযরত আবু সিরাহ বিন আবি রুহম যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন তারা হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদের ঘরে অবস্থান করেন। (আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৮) হযরত মুনযির (রা.) বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর বি'রে মাউনার ঘটনায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। (আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৮) সাহাবাদের ঘটনার বিবরণের প্রেক্ষাপটে দু'এক স্থানে পূর্বেও বে'রে মউনার কথা এসেছিল। এই প্রেক্ষাপটে পুনরায় আমি সংক্ষেপে তা উল্লেখ করছি। হযরত মুনযির (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনা "সীরাত খাতামান নবীঈন" পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা হল, রসূ লে করীম (সা.) ৪ হিজরী সনের সফর মাসে হযরত মুনযির বিন আমর আনসারীর নেতৃত্বে সাহাবীদের একটি জামা'ত পাঠিয়ে দেন, যাদেরবেশির ভাগই আনসার ছিলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন আর তাঁদের সকলেই ছিলেন ক্বারী অর্থাৎ কুরআন মুখস্ত করেছিলেন, যারা দিনের বেলায় জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। রাতের একটি বড় অংশ তাঁরা ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। তাঁরা সকলেই যখন সেই স্থানে পৌঁছান যা একটি কূপের কারণে বি'রে মাউনা নামে বিখ্যাত ছিল, তাঁদের মধ্য থেকে হযরত হারাম বিন মিলহান যিনি আনাস বিন মালেকের মামা ছিলেন তিনি মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে আমের গোত্রের নেতা আবু বারাআ আমেরের ভাতিজা আমের বিন তোফায়েলের কাছে অগ্রদূত হিসেবে যান। বাকী সাহাবারা পিছনে ছিলেন। হযরত হারাম বিন মিলহান মহানবী (সা.)-এর দূত হিসেবে হযরত আমের বিন তোফায়েল এবং তাঁর সাথীদের কাছে পৌঁছলে তারা প্রথম দিকে কপটতাপূর্ণ আপ্যায়ন করে। এতে এই ইসলাম প্রচারক যখন আশ্বস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করেন এবং ইসলামের তবলীগ আরম্ভ করেন তখন তাদের কতক দুষ্কৃতকারী কোন ব্যক্তির দিকে ইশারা করে আর সেই নির্দোষ দূতকে পিছন থেকে বর্ষা মেরে সেখানেই হত্যা করে। এমন মুহূর্তে হযরত হারাম বিন মিলহানের পবিত্র মুখে এই শব্দই উচ্চারিত হয়েছিল যে, 'আল্লাহু আকবার, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা" অর্থাৎ আল্লাহু আকবার, কাবার প্রভুর কসম, আমি আমার লক্ষ্য অর্জন করেছি। আমের বিন তোফায়েল রসূলে করীম (সা.)-এর দূতকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় নি বরং মুসলমানদের অবশিষ্ট লোকদের ওপর হামলা করতে বনু আমের গোত্রের লোকদেরকে প্ররোচিত করে কিন্তু এতে তারা অস্বীকার করে। তারা বলে, আমরা আবু বারাআ যেখানে মুসলমানদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে। সে নিশ্চয়তার বর্তমানে মুসলমানদের ওপর হামলা করব না। এতে আমের বনু সালিম গোত্রের বনু রিল, যাকওয়ান এবং উসিয়া ইত্যাদিকে (অর্থাৎ সেই লোকেরাই যারা বুখারীর হাদীস অনুসারে মহানবী (সা.)-এর কাছে দূত হিসেবে এসে বলেছিল, আমাদের কাছে কিছু লোক পাঠান যারা আমাদেরকে তবলীগ করবে।) তারা সাথে করে নিয়ে যায় আর পরবর্তীতে এরা সবাই মুসলমানদের এই স্বল্প সংখ্যক এবং অসহায় জামা'তের ওপর হামলা করে বসে। মুসলমানরা যখন তাদের দিকে এই হিংস্র পশুদের আসতে দেখেন তখন তারা বলেন, তোমাদের সাথে আমাদের কোন বিবাদ নেই, আমরা কোন ঝগড়া করতে আসি নি। আমরা তো মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে একটা দায়িত্ব পালনের জন্য এসেছি আর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার আমাদের কোনই ইচ্ছা নেই। কিন্তু তারা কোন কথার প্রতি কর্ণপাত না করে সবাইকে হত্যা করে। এইসব সাহাবীদের মাঝে কেবল হযরত কা'ব বিন যায়েদ রক্ষা পেয়েছিলেন যিনি পঙ্গু ছিলেন, তিনি পাহাড়ে চড়ে যান। (পূর্বেও তাঁর কথা উল্লেখ হয়েছে।) অন্য কিছু রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, কাফেরেরা তার ওপর হামলা করেছিল, তিনি আহত হন আর কাফেররা তাঁকে মৃত মনে করে ছেড়ে চলে যায়। অথচ তার মাঝে প্রাণ ছিল যার ফলে তিনি প্রাণে রক্ষা পান।

সাহাবীদের এই দলটির মাঝে দুই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আমের বিন উমাইয়া যামরী এবং হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ তখন উট চরানো এবং অন্য কাজের জন্য দল থেকে পৃথক ছিলেন, তারা দূর থেকে তাদের ঘাঁটির দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে, তারা মরুর এই ইঙ্গিত বা লক্ষণকে ভালভাবে বুঝতেন, (মরুভূমিতে যখন পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে, এর অর্থ হল ভূমিতে তাদের জন্য খাবারের কোন ব্যবস্থা হয়েছে) তাই তারা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পেরেছেন, কোন যুদ্ধ হয়েছে, তাই তাঁরা দ্রুত ফিরে এলে অত্যাচারী কাফেরদের হত্যালীলার দৃশ্য দেখতে পান। দূর থেকেই এই দৃশ্য দেখে তাদের করণীয় সম্পর্কে দ্রুত তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করেন। তাঁদের একজন বলেন, এখান থেকে আমাদের দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া উচিত আর মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু দ্বিতীয়জন এই পরামর্শ গ্রহণ না করে বলেন, আমি এই জায়গা ছেড়ে কখনও পলায়ন করব না, যেখানে আমাদের আমীর মুনযির বিন আমর শহীদ হয়েছেন সেখানে আমরা যুদ্ধ করব। সুতরাং তিনি এগিয়ে যান এবং যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ.এম.এ, পৃষ্ঠা:৫১৮-৫১৯ থেকে সংকলিত)

(অর্থাৎ মুনযির বিন মুহাম্মদের কথা হচ্ছে, তিনি উট চরাতে গিয়েছিলেন, তিনি যখন ফিরে আসেন তখন তিনিও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। ৪র্থ হিজরীতে তিনি শাহাদত বরণ করেন।"

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ, তাঁর সম্পর্ক লাখাম গোত্রের সাথে। হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ বনু আসাদের মিত্র ছিলেন। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ, এটিও বলা হয় যে, তাঁর ডাকনাম আবু মুহাম্মদও ছিল। হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ ইয়ামানের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। হযরত আসেম বিন উমর বর্ণনা করেন হযরত হাতেব বিন আবি বালতা এবং তাঁর দাস সা'দ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর উভয়ে হযরত মুনযির বিন মুহাম্মদ বিন উকবার কাছে অবস্থান করেন।

মহানবী (সা.) হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ এবং হযরত রুখাইলা বিন খালেদের মাঝে ভাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। আরেকটি বর্ণনায় এটিও এসেছে যে, হযরত উবায়েম বিন সায়েদা এবং হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহর মাঝে মহানবী (সা.) ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ মহানবী (সা.)-এর সাথে বদর, উহুদ, খন্দক সহ সব যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। রসূলে করীম (সা.) তাঁকে একটা তবলীগি পত্রসহ আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মকুকাসের কাছে প্রেরণ করেন। হযরত হাতেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর তীরন্দাজদের একজন ছিলেন। এটিও বলা হয় যে, অজ্ঞতার যুগে কুরাইশের সর্বোত্তম অশ্বারোহী এবং কবিদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ। কেউ কেউ বলেন যে, হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ উবায়দুল্লা বিন হামিদের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তাঁর প্রভর সাথে চুক্তি করে স্বাধীনতা অর্জন করেন আর এই চুক্তির মূল্য তিনি মক্কা বিজয়ের দিন তার প্রভুকে প্রদান করেন।

(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯১) (আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬১) (আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪২) (আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪-৫)

হযরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেন, আমার কাছে বিয়ের যে প্রস্তাব মহানবী (সা.) পাঠিয়েছিলেন (তার স্বামীর ইন্তেকালের পর) তা হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহর মাধ্যমেই পাঠিয়েছিলেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮০, হাদীস-১৫১৬, অনুবাদ, নুর ফাউন্ডেশন)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আনাস বিন মালেক হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহর কাছে শুনেছেন, তিনি বলতেন, মহানবী (সা.) ওহুদের দিন আমার দিকে দৃষ্টি দেন, তিনি (সা.) চরম কষ্টের মাঝে ছিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটলে হযরত আলী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর কষ্টকর অবস্থা দেখতে পান তখন হযরত আলী (রা.)-এর হাতে পানির পেয়ালা ছিল আর মহানবী (সা.)-সেই পানি দ্বারা তাঁর চেহারা ধৌত করছিলেন। এতে মহানবী (সা.)-কে হযরত হাতেব জিজ্ঞেস করেন, আপনার সাথে এমনটি কে করেছে? মহানবী (সা.) বলেন, উতবা বিন আবি ওয়াকাস আমার চেহারায় পাথর মেরেছে। হযরত হাতেব বলেন, আমি এই আওয়াজ পাহাড়ে শুনেছিলাম যে, মহানবী (সা.)-কে হত্যা করা হয়েছে আর সেই আওয়াজ শুনেই আমি এমন অবস্থায় এখানে এসেছি যেন আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে আর আমার এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার দেহের সব শক্তি হারিয়ে গেছে। হযরত হাতেব মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, উতবা কোথায়? তিনি (সা.) এক দিকে ইঙ্গিত করেন যে এদিকে রয়েছে। হযরত হাতেব সেদিকে যান, সে কোথাও আত্মগোপন করেছিল, তারপরও তিনি তাকে পরাস্ত করতে সফল হন। এরপর হযরত হাতেব তরবারীর আঘাতে তার শিরোচ্ছেদ করেন। এরপর তিনি তার বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম এবং ঘোড়াকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.)-সেইসব সাজসরঞ্জাম হযরত হাতেবকে দিয়ে দেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করেন। তিনি (সা.) বলেন, "আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।" (এ কথা তিনি (সা.)দু'বার উচ্চারণ করেন।

(কিতাব আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, জমা আবওয়াবুল আনফাল, বাব আস সালবু লিল কিতাল, হাদীস-১৩০৪১, ভাগ-৬, পৃষ্ঠা: ৫০৪)

হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহর ইন্তেকাল ৬৫ বছর বয়সে মদিনায় ৩০ হিজরীতে হয়। হযরত উসমান (রা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬১, ১৯৯৬ সালে দার আহইয়াতুরাসুল আরাবী দ্বারা বেরুতে প্রকাশিত)

মকুকাসের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-যে পত্র পাঠিয়েছিলেন এর বিস্তারিত বিবরণে এসেছে, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন যে, এটি তৃতীয় পত্র যা বাদশাহদেরকে লেখা হয়েছিল। (হযরত মির্যা বশীর আহমদ রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন' পুস্তকের ৮১৮ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন যে, এটি ছিল চতুর্থ পত্র । (দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৩২১) যাহোক, রাষ্ট্র প্রধান বা বাদশাদেরকে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর জন্য যা লেখা হয়েছিল, সেগুলোর একটি লেখা হয়েছে মিশরের গভর্ণর মকুকাসের নামে, যে রোমান সম্রাটের অধীনে ও আলেকজান্দ্রীয়ার গভর্ণর অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে শাসক ছিল আর রোমান সম্রাটের ন্যায় মূসা (আ.)-এর অনুসারী ছিল। তার নিজের নাম ছিল জুরায়েয বিন মিনা, সে এবং তার প্রজারা ছিল কিবতী জাতির। এই পত্র তিনি (সা.) তাঁর সাহাবী হাতেব বিন আবি বালতাহর হাতে পাঠিয়েছেন আর এই পত্রের শব্দমালা ছিল-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ إِلَى الْمُقَوْقَسِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ - سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى - أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ - فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْقِبْطِ - يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

অর্থ: "আমি আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি, যিনি অযাচিত দানকারী আর আমলের বা কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদানকারী। এই পত্র খোদার বান্দা মোহাম্মদ এবং তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কিবতীদের প্রধান মকুকাসের নামে। সেই ব্যক্তির প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক যে হেদায়েত অনু সরণ করে। হে মিশরের গভর্ণর! আমি ইসলামের হেদায়তের দিকে আপনাকে আহ্বান করছি, ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্ প্রদত্ত শান্তিকে গ্রহণ কর, কেননা এটিই একমাত্র মুক্তির পথ। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। কিন্তু আপনি যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আপনার নিজের পাপের পাশাপাশি কিবতীদের পাপও আপনার স্কন্ধে বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! সেই বাণীর দিকে ফিরে আস যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে সমান, অর্থাৎ এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো আমরা ইবাদত করবো না আর আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবো না আর আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আমাদের মধ্য হতে কাউকে প্রভু এবং অভাব মোচনকারী জ্ঞান করব না। এরপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দাও যে তোমরা স্বাক্ষী থাক, আমরা তো অবশ্যই এক আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা।"

এটি সেই পত্র যা তিনি সেই গভর্ণরকে পাঠিয়েছিলেন। হাতেব বিন আবি বালতাহ যখন আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছেন সেখানে মকুকাসের দারওয়ানের সাথে সাক্ষাতের পর গভর্ণরের দরবারে উপস্থিত হন এবং মহানবী (সা.)-এর পত্র উপস্থাপন করেন। মকুকাস পত্র পাঠ করেন এবং হাতেব বিন আবি বালতাহকে সম্বোধন করে কিছুটা রসিকতার ছলে বলেন, যদি তোমাদের সাহেব [অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)] সত্যিই আল্লাহ্‌র নবী হয়ে থাকেন তাহলে এই পত্র পাঠানোর পরিবর্তে তিনি আমার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে কেন এই দোয়া করে নি যে, আল্লাহ্ তাকে যেন আমার বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করেন (অর্থাৎ রসূলুল্লাহকে সেই গভর্ণরের বিরুদ্ধে কেন জয়যুক্ত করেন না।) এতে হযরত হাতেব (রা.) উত্তর দেন যে, তোমার আপত্তি যদি বৈধ হয় তাহলে এই আপত্তি হযরত ঈসার বিরুদ্ধেও বর্তায় অর্থাৎ তিনি তাঁর বিরোধীদের বিরুদ্ধে এ ধরণের দোয়া কেন করেন নি? অতপর মকুকাসকে নসিহত করতে গিয়ে হযরত হাতেব (রা.) বলেন, আপনি ঠাণ্ডা মাথায় এ পত্রটি নিয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তা করুন, কেননা এর পূর্বেই আপনার এই দেশ মিশরেই এমন এক ব্যক্তি (অর্থাৎ ফেরাউন) অতিবাহিত হয়েছে, যে এই দাবি করত যে, সে-ই সারা পৃথিবীর লালন-পালনকারী এবং সর্বোচ্চ শাসক। তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে এমনভাবে ধৃত করেন যে, সে পূর্বাপর সকলের জন্য শিক্ষনীয় নিদর্শন হয়ে যায়। অতএব, আমি আন্তরিকভাবে আপনাকে নসীহত করব যে, অন্যদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করুন আর এমনটি যেন না হয় যে, আপনার পরিণতি দেখে অন্যদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। গভর্ণর যখন দেখেন যে, এই দূত বড় বীরত্বের সাথে কথা বলছেন, তখন তিনি বলেন, সত্য কথা হল, আমরা পূর্ব থেকেই একটা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই যতক্ষণ এর চেয়ে উত্তম ধর্ম না পাব এটি আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না অর্থাৎ খ্রিষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারি না। হযরত হাতেব (রা.) উত্তর দেন যে, ইসলাম সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম যা অন্য সকল ধর্মের মুখাপেক্ষিতার অবসান ঘটায়। (এটি শেষ ধর্ম আর এর মধ্যে সমস্ত ধর্মের সমাবেশ ঘটেছে) কিন্তু ইসলাম আপনাকে হযরত ঈসা (আ.) এর ওপর ঈমান আনতে বাধা দেয় না বরং সকল সত্য নবীর প্রতি ঈমান আনয়নের নসীহত করে। যেভাবে হযরত মূসা হযরত ঈসার সংবাদ দিয়েছিলেন একইভাবে হযরত মূসা আমাদের নবী মুহাম্মদ-এর আগমনের শুভসংবাদ দেন। এই কথা শুনে মকুকাস কিছুটা চিন্তায় পড়ে যান এবং নীরব হয়ে থাকেন। এরপর অন্য এক অধিবেশনে যেখানে বড় বড় কিছু পাদ্রিও উপস্থিত ছিল সেখানে মকুকাস হযরত হাতেবকে পুনরায় বলেন যে, আমি শুনেছি তোমাদের নবী স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তিনি তখন বহিষ্কারকারীদেরকে অভিশাপ কেন দেন নি? তোমাদের নবী যখন মক্কা থেকে নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হন তখন তাদের ধ্বংসের জন্য অভিশাপ কেন দেন নি যাতে তিনি শান্তিতে থাকতে পারতেন? হযরত হাতেব এ কথা শুনে

গভর্ণরকে উত্তর দেন যে, আমাদের নবী তো স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত হতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু আপনাদের মসীহ্‌কে তো ইহুদীরা ধরে ক্রুশে ঝুলিয়ে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তাদেরকে অভিশাপ দিয়ে ধ্বংস করতে পারেন নি। বাদশাহ উত্তর শুনে প্রভাবিত হন। তিনি বলেন যে, নিঃসন্দেহে তুমি একজন বুদ্ধিমান মানুষ আর এক প্রজ্ঞাবান মানুষের পক্ষ থেকে দূত হয়ে এসেছো। এরপর বলেন যে, আমি তোমাদের নবী সম্পর্কে প্রণিধান করেছি, আমি মনে করি সত্যিই তিনি কোন অপছন্দনীয় কথার শিক্ষা দেন নি আর কোন ভাল কথা থেকেও বারণ করেন নি। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর পত্রটি সম্মানের সাথে একটি গজদন্তের বাক্সে নিজের মোহর খচিত করে রেখে দেন এবং সুরক্ষিতভাবে রেখে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘরের এক নির্ভরযোগ্য মেয়ের হাতে দেন। যাহোক, এই পত্রের সাথে তিনি সম্মানজনক ব্যবহার করেছেন। এরপর মকুকাস তাঁর আরবী ভাষী এক লিপিকারকে ডাকেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নামে উত্তর পত্র লিখেন আর পত্র লেখানোর পর হযরত হাতেব (রা.)-এর হাতে তুলে দেন। সেই পত্রের বিবরণ এমন ছিল, যার অনুবাদ হল-

"আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি যিনি রহমান ও রহীম। এ পত্র কিবতীদের নেতা মকুকাসের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ (সা.)-এর নামে। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আপনার পত্র এবং আপনার কথার বিষয়বস্তু আমি বুঝতে পেরেছি আপনার তবলীগ নিয়ে প্রণিধান করেছি। আমি জানতাম যে, একজন নবী আবির্ভুত হতে যাচ্ছেন কিন্তু আমার ধারণা ছিল (আরবে নয়) তাঁর জন্ম হবে সিরিয়ায়। আর আমি আপনার দূতের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করেছি, আমি তার সাথে দু'জন মেয়ে পাঠাচ্ছি, কিবতীদের মাঝে যাদের অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে। এরা অনেক উচ্চ এবং সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। এছাড়া আমি কিছু কাপড়ও পাঠাচ্ছি আর আপনার বাহন হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটা খচ্চরও পাঠাচ্ছি। ওয়াস্ সালাম।"এরপর হস্তাক্ষর রয়েছে।

এই পত্র থেকে বুঝা যায় যে, মিশরের বাদশাহ মকুকাস রসূলে করীম (সা.)-এর দূতের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করেছেন আর মহানবী (সা.)-এর দাবিতে কিছুটা আগ্রহও দেখিয়েছেন। যাহোক, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর আলোচনার ধরণ থেকে বোঝা যায় যে, ধর্মীয় বিষয়ে নি:সন্দেহে তিনি আগ্রহ প্রদর্শন করতেন, কিন্তু এ বিষয়ে যতটা আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন ছিল, ততটা আন্তরিকতা তিনি প্রদর্শন করেনন নি। বাহ্যত তিনি সম্মানজনক আচরণ প্রদর্শন সত্ত্বেও রসূলে করীম (সা.)-এর আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

মকুকাস দু'জন মেয়ে পাঠিয়েছিলেন, তাদের একজনের নাম ছিল মারিয়া অপরজনের নাম ছিল সিরিন আর তারা উভয়ে বোন ছিলেন। মকুকাস যেভাবে নিজ পত্রে লিখেছেন যে, তারা কিবতী জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর এটি সেই জাতি, যার সাথে স্বয়ং মকুকাসের সম্পর্ক ছিল আর এই মেয়েরা (মকুকাসের নিজের লেখা অনুসারে) সমাজের সাধারণ মানুষ ছিলেন না বরং কিবতী জাতির মাঝে খুবই সম্ভ্রান্ত ছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন যে, সত্যিকার অর্থে মনে হয়, মিশরীয়দের মাঝে এটি ছিল প্রাচীন রীতি যাদের সাথে তারা সম্পর্ক গড়তে চাইত এমন সম্মানিত অতিথিদেরকে নিজ বংশের বা নিজ জাতির সম্মানিত মেয়েদেরকে বিয়ের উদ্দেশ্যে উপহার দিত। তিনি লিখছেন, যেমন হযরত ইব্রাহিম (আ.) যখন মিশর আসেন তখন মিশরের প্রধান এক সম্ভ্রান্ত মেয়ে অর্থাৎ হযরত বিবি হাজেরাকে বিয়ের জন্য উপহার দেন, যিনি পরবর্তীতে হযরত ইসমাইল (আ.)-এর এবং তাঁর মাধ্যমে বহু আরব গোত্রের মা হয়েছেন। যাই হোক, মকুকাসের পক্ষ থেকে প্রেরিত মেয়েদের মদীনায় পৌঁছানোর পর হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা.)-কে স্বয়ং রসূলে করীম (সা.) বিয়ে করেন আর তার বোন সিরীনকে আরবের প্রখ্যাত কবি হাস্‌সান বিন সাবেত (রা.)-এর সঙ্গে বিয়ে দেন। হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) সেই আশিসমণ্ডিত নারী যাঁর ঔরসে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র পুত্র হযরত ইব্রাহীমের জন্ম হয়, যিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়ত জীবনের একমাত্র সন্তান ছিলেন। একথাও উল্লেখযোগ্য যে, হযরত হাতেম বিন আবি বালতাহ্ (রা.)-এর তবলীগে উভয় মেয়ে মদিনায় পৌঁছার পূর্বেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

এই উপলক্ষ্যে যে খচ্চর মহানবী (সা.)-এর কাছে উপহার হিসেবে আসে, যা সাদা রঙের ছিল, রসূলে করীম (সা.) প্রায় সময় এতে আরোহণ করতেন আর হুনায়নের যুদ্ধে তিনি এই খচ্চরে চড়েই গিয়েছিলেন।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন' পুস্তকের ৮১৮-৮২১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

মকুকাসকে যে পত্র লেখা হয়েছিল, সেই পত্র সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে-" রোমের বাদশাহকে যা লেখা হয়েছিল এটিও হুবহু সেই ধরণেরই পত্র এবং যার শব্দ একই ছিল। দুটির মাঝে পার্থক্য শুধু এতটুকু, তাতে লেখা ছিল তুমি যদি না মান তাহলে রোমীয় সাধারণ মানুষের পাপও তোমার কাঁধে বর্তাবে আর এতে লেখা ছিল, কিবতীদের পাপের বোঝা তোমার ওপর বর্তাবে। হযরত হাতেব (রা.) যখন মিশর পৌঁছান, তখন মকুকাস রাজধানীতে ছিলেন না বরং আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিলেন। হাতেব আলেকজান্দ্রিয়ায় যান, যেখানে বাদশাহ সমুদ্র তীরে এক সভা ডেকেছিলেন (হয়তো এটি কোন দ্বীপ হবে)। হাতেবও একটি নৌকায় বসে সেই স্থানে পৌঁছান, চতু র্পাশে যেহেতু পাহারা ছিল, দূর থেকে পত্র উঁচিয়ে তিনি আওয়াজ দেয়া শুরু করলে বাদশাহ নির্দেশ দেন যে, এই ব্যক্তিকে আসতে দেওয়া হোক এবং তাকে দরবারে উপস্থাপন করা হোক।

এরপর তিনি এটিও লিখেছেন যে, "হযরত হাতেব (রা.) মকুকাসকে এটিও বলেছেন যে, খোদার কসম! হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.) সেভাবে সংবাদ দেন নি যেভাবে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.) দিয়েছেন আর আমরা আপনাকে সেভাবে মুহাম্মদ রসূল্লাহ (সা.)-এর দিকে আহ্বান করছি যেভাবে ইহুদীদেরকে ঈসার দিকে আপনারা আহ্বান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, প্রত্যেক নবীর একটি উম্মত হয়ে থাকে আর তাঁর আনুগত্য করা আবশ্যক। অতএব, আপনি যেহেতু সেই নবীর যুগ পেয়েছেন, যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা সারা পৃথিবীর জন্য নবী করে পাঠিয়েছেন তাই তাঁকে গ্রহণ করা আপনার কর্তব্য আর আমাদের ধর্মও আপনাকে ঈসার অনুসরণে বাধা দেয় না বরং আমরা অন্যদেরকেও নির্দেশ দিই যে, তারা যেন ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনে।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৩২২)

এরা এমন মানুষ ছিলেন, যারা বড় বীরত্বের সাথে এবং প্র জ্ঞার সাথে তবলীগের দায়িত্ব পালন করতেন, কেউ শাসক হোক বা গভর্ণর বা বাদশাই হোক না কেন, কখনও কারো সামনে ভয় পেতেন না।

মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে এক মহিলার পত্র নিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত যে ঘটনা রয়েছে, তিনি হাতেব বিন আবি বালতাহই ছিলেন যিনি সেই মহিলার হাতে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে পত্র এবং মহানবী (সা.)-এর আগমনের সংবাদ পাঠান। ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন, তখন মহানবী (সা.)-এর এক সাহাবী হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ মক্কার কুরাইশদের উদ্দেশ্যে এক মহিলার হাতে পত্র পাঠান। এই ঘটনার বিশদ বর্ণনার পূর্বে ইমাম বুখারী কুরআনের এই আয়াত لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ -এর উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ হে মানব মণ্ডলী! যারা ঈমান এনেছো আমার শত্রু এবং নিজ শত্রুদেরকে কখনও বন্ধু হিসেবে অবলম্বন কর না। হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমাকে, যুবায়েরকে এবং মিকদাদ বিন আসওয়াদকে মহানবী (সা.)-প্রেরণ করেন আর বলেন যে, তোমরা রওয়ানা হও, রওজায়ে খাখ নামক স্থানে যখন পৌঁছবে সেখানে উটে আরোহিনী এক নারীকে দেখবে, যার কাছে একটি পত্র রয়েছে, তার কাছ থেকে সে পত্র নিয়ে নিবে। আমরা রওয়ানা হই, আমাদের ঘোড়া আামাদেরকে দ্র ুত সেখানে পৌঁছিয়ে দেয়। রওজা খাখ নামক স্থানে যখন আমরা পৌঁছলাম, তখন আমরা সেখানে এক উষ্ট্রী আরোহী নারীকে দেখতে পেয়ে তাকে বললাম, পত্র বের কর। সে বলে, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, পত্র তোমাকে বের করতেই হবে, নতুবা আমরা তোমার কাপড় খুলে তল্লাশী চালাব। তখন সেই মহিলা তার খোঁপা থেকে পত্র বের করে আর আমরা সেই পত্র মহানবীর কাছে নিয়ে আসি। আমরা দেখলাম, তাতে লেখা ছিল হাতেব বিন আবি বালতাহর পক্ষ থেকে মক্কাবাসী মুশরেকদের নামে পাঠানো হচ্ছে, যাতে মহানবী (সা.)-এর কোন অভিযানের সংবাদ তাদেরকে দিচ্ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত হাতেবকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন হাতেব এটি কি? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার সম্পর্কে তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না। আমি এমন এক ব্যক্তি, যে কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত নই কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হয়েছি। অন্যান্য মুহাজের, যারা আপনার সাথে এসেছে, তাদের মক্কায় আত্মীয়তা রয়েছে, যাদের মাধ্যমে তারা তাদের বাড়িঘর এবং ধনসম্পদের রক্ষনাবেক্ষণ করে আসছে। এ মক্কাবাসীদের প্রতি আমি কোন অনুগ্রহ করতে চাইতাম, কেননা তাদের

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol-3 Thursday, 23-30 Aug, 2018 Issue No. 34-35

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মাঝে আমার কোন আত্মীয়তা নেই, হয়তো এই অনুগ্রহের কারণেই হয়তো তারা আমার খাতির করবে। এছাড়া আমি অস্বীকার বা ধর্ম পরিত্যাগের বশবর্তী হয়ে এমনটি করি নি। (আমি অস্বীকারও করি নি আবার আমি ধর্মত্যাগীও নই এবং ইসলামও পরিত্যাগ করি নি আর আমি মুনাফিকও নই এবং এই কাজের উদ্দেশ্যেও আমি এমনটি করি নি।) ইসলাম গ্রহণের পর অস্বীকারকে কখনও পছন্দ করা যেতে পারে না। (এর নিশ্চয়তা আমি আপনাকে দিতে পারি।) এটি শুনে মহানবী (সা.) বলেন, এ তোমাদের সাথে সত্য বলেছে। হযরত উমর (রা.)-সেখানে ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিলেন, এতে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে এই মুনাফিকের শিরোচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। মহানবী (সা.) বলেন, ইনি তো বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তুমি কি জান না, বদরে অংশগ্রহণকারীদের হৃদয়কে আল্লাহ্ তা'লা দেখেছেন এবং তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা যা চাও কর, তোমাদের পাপ আমি ঢেকে দিয়েছি।"

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব আল জাসুস, হাদীস-৩০০৭)

বুখারী শরীফের হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত অলীউল্লাহ শাহ সাহেব লিখছেন, বুখারীর আরেকটি হাদীসে এই মহিলাকে মুশরেকা আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যারা তার পশ্চাদধাবন করতে গিয়েছেন তারা হল হযরত আলী, হযরত আবু মুরসাদ গানভী এবং হযরত যুবায়ের। এভাবেও বর্ণিত রয়েছে যে, সেই মহিলা তার উটে বসে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পত্র লুকানো সম্পর্কে অন্য হাদীসে এসেছে, যখন সে দেখে যে আমরা পত্রের বিষয়ে অনড় এবং অবিচল তখন সে কোমরের বাঁধা চাদরে হাত দিয়ে পত্র বের করে আমাদের হাতে দেয়। সেই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসি।

হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এ ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং মু 'মিনদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাকে তার শিরোচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। মহানবী (সা.) বলেন, সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়? (অর্থাৎ হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ)- এরপর তিনি (সা.) বলেন, আশা করি আল্লাহ্ তা'লা বদরবাসীদের দেখেছেন এবং এটি বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা কর, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত। অথবা তিনি বলেছেন, আমি তোমাদের দুর্বলতা ঢেকে দিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এটি শুনে হযরত উমরের চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় আর তিনি বলতে থাকেন যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ভাল জানেন।"

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, বাব ফাযলু মান শাহাদা বাদরান, হাদীস-৩৯৮৩)

হযরত আবু বকরও (রা.) হযরত হাতেব (রা.)-কে মিশরে মকুকাসের কাছে পাঠিয়েছিলেন আরেকটি চুক্তি করার জন্য যা হযরত আমের বিন আস এর মিশর অভিযান পর্যন্ত উভয় পক্ষের মাঝে এই শান্তিচুক্তি বলবৎ ছিল।

(আল ইসতিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭৬)

হযরত হাতেব (রা.) সম্পর্কে এসেছে, হযরত হাতেব (রা.) সুন্দর দেহের অধিকারী ছিলেন। হালকা দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন, মাথা কিছুটা ঝুকিয়ে রাখতেন আর কিছুটা খর্বাকৃতির ছিলেন আর তার হাতের আঙ্গুল ছিল স্ফীতাকার।

হযরত ইয়াকুব বিন উতবার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ (রা.) নিজের মৃত্যুর দিন ৪ হাজার দিরহাম এবং দিনার রেখে গেছেন। তিনি খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তাঁর সম্পত্তি মদীনায় রেখে গেছেন। (আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬১)

হযরত যাবেরের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত হাতেবের ক্রীতদাস মহানবী (সা.)-এর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসে। ক্রীতদাস বলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! হাতেব অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। (কোন বকাঝকা হয়তো তাকে করে করেছিলেন) তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছো, সে আদৌ জাহান্নামে যাবে না, কেননা সে বদর এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিল।

(সুনানুত তিরমীযি, আবওয়াবুল মুনাকেব, হাদীস- ৩৮৬৪)

যেভাবে বলা হয়েছে, হযরত হাতেব (রা.) খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি করতেন। বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি এবং মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত ইসলামী যে শিক্ষা রয়েছে, তা কী? এই প্রেক্ষাপটে এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একটি কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় বিভিন্ন জিনিসের মূল্য নির্ধারণের নিয়ন্ত্রণ ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে ছিল। অর্থাৎ, বাজারে বিভিন্ন জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করত ইসলামী প্রশাসন। বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) একবার মদীনার বাজারে ঘোরাফেরাকালে তিনি লক্ষ্য করেন, এক ব্যক্তি (অর্থাৎ হাতেব বিন আবি বালতাহ) আল মুসল্লা নামক বাজারে দুই বস্তা শুষ্ক আঙ্গুর নিয়ে বসে আছেন। (কোন কোন জায়গায় শুষ্ক আঙ্গুর বা কিসমিস লেখা রয়েছে।) হযরত উমর (রা.) তার কাছে এর মূল্য জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, দুই মুদের দাম হল এক দিরহাম। এই মূল্য বাজারের সাধারণ মূল্যমানের চেয়ে সস্তা ছিল। এতে হযরত উমর (রা.) তাকে ঘরে গিয়ে বিক্রি করার নির্দেশ দেন, কারণ এটি অনেক সস্তা ছিল আর বাজারে এত সস্তা মূল্যে তিনি বিক্রি করতে দেবেন না, কেননা এর ফলে বাজারমূল্য প্রভাবিত হবে আর বাজারমূল্য সম্পর্কে মানুষের কুধারণা সৃষ্টি হবে। " মানুষ বলবে যে, অন্যরা আমাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে পয়সা আদায় করছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, ফিকাহবিদরা এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক করেছেন। অনেকে এমন হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন যে, পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে আসেন। যাহোক, এটি সত্য কথা যে, মোটের ওপর ফিকাহবিদরা হযরত উমরের মতামতকে একটি নির্ভরযোগ্য সনদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা লিখেছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল বাজারে বিভিন্ন জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করা, নতুবা জাতির নৈতিকতা এবং সততা এতে প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, এখানে সেই সব বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাজারে আনা হয় বা প্রকাশ্যে বাজারে বিক্রি করা হয়। যে সমস্ত জিনিস বাজারে আনা হয় না এবং ব্যক্তিগত জিনিস হয়ে থাকে, সেগুলোর উল্লেখ এখানে নেই। তাই যে সমস্ত জিনিস বাজারে আনা হয়, বিক্রি করা হয় সেগুলো সম্পর্কে ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশ হল- একটা মূল্য নির্ধারিত হওয়া উচিত যেন কোন ব্যবসায়ী মূল্য বৃদ্ধি বা মূল্য হ্রাস করতে না পারে। সুতরাং কোন কোন হাদীস ও ফিকাহ বিশারদগণ লিখেছেন যা এর সমর্থন করেছে। "

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৩০৭-৩০৮, খুতবা জুমা প্রদত্ত ১০ই জুন, ১৯৩৮)

সরকারী ব্যবস্থাপনার অধীনে চারণক্ষেত্র এবং পানির জন্য কূপ খনন করাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। একবার মহানবী (সা.) হযরত হাতেবের মাধ্যমে এই কাজও করিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, বনূ মুসতালাক-এর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা.) 'নাকী' নামক স্থান অতিক্রম করতে গিয়ে ঘাস দ্বারা পরিপূর্ণ এক বিস্তীর্ণ এলাকা দেখেন। সর্বত্র সবুজ শ্যামলের মেলা ছিল আর সেখানে অনেক কূপও ছিল, পানিও ভাল ছিল। তিনি (সা.) এসব কূপের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁকে বলা হয়, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পানি তো খুবই উত্তম কিন্তু আমরা এই কূ পের যখনই প্র শংসা করি পানি কমে যায় আর কূপের পানি নিচে নেমে যায়। এতে মহানবী (সা.) হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহকে একটি কূপ খননের নির্দেশ দেন। সেই সাথে তিনি (সা.) নাকীহ্‌র এই স্থানকে সরকারী চারণ ক্ষেত্রে রূপ দেওয়ার নির্দে শ দেন যা সরকারী ব্যবস্থাপনার অধীনে কাজ করবে। হযরত বেলাল বিন হারেস মুজনীকে এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। হযরত বেলাল (রা.)বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কতটুকু ভূমিকে চারণক্ষেত্রের আয়ত্তে আনব? অত্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা এটি, কতটা এলাকাকে চারণক্ষেত্রের আওতায় আনতে হবে? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, প্রভাত হতেই প্রবল উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী এক ব্যক্তিকে দাঁড় করাও, (রাতের অন্ধকারে আওয়াজ তো অনেক দূর ছড়িয়ে যায়) এরপর তাকে মুকাম্মল নামক ছোট পাহাড়ে দাঁড় করাও, তার আওয়াজ

এরপর সাতের পাতায়....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir